বঙ্গীয় মুসলমান

নওসের আলী খাঁ ইউসফজী

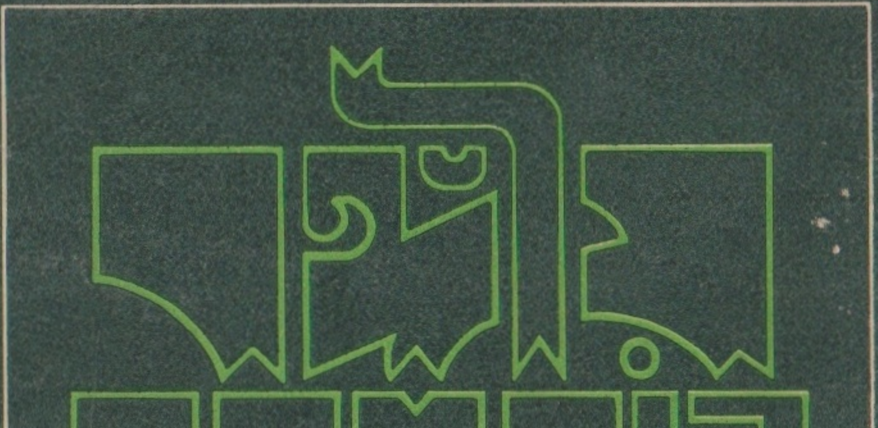

নওসের আলি খাঁ ইউসফজী

বঙ্গীয় মুসলমান

ডক্টর গোলাম সাকলায়েন

সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

www.pathagar.com

বঙ্গীয় মুসলমান : নওসের আলি খাঁ ইউসফজী ।। সম্পাদনা : ডক্টর গোলাম সাকলায়েন ।। ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১২১৮ ।। ই. ফা. বা. গ্রন্থগার : ৯৫৪.১৪ ।। প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯২ রমযান ১৪০৫ ।। প্রকাশনায় : মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ ।। মুদ্রণে ও বাঁধাই : এম. এস. জামান, প্রবাল প্রিন্টিং প্রেস, ১৪, র‍্যাংকিন স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা-৩ ।।

মূল্য : ১২.০০

BANGYA MUSALMAN : Bengali Mussalman, written by Naosher Ali Khan Yusofjee in Bengali, edited by Dr. Golam Saklayen and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka, to celebrate the 15th century Al-Hijrah. June 1985

Price : Tk. 12.00
U. S. Dollar : 1.00

www.pathagar.com

দুটি কথা

ঐতিহ্য-সচেতনতা যে-কোন সভ্য জাতির চরিত্র-লক্ষণ। মুসলমান একটি ঐতিহ্য-সচেতন জাতি ; সুতরাং তার অতীতের পরিচয় তাকে রাখতেই হবে। কারণ অতীতের সাথে বর্তমানের সম্পর্ক অতি নিবিড়। ডঃ গোলাম সাকলায়েন সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মুসলমান' নামীয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে এক শ' বছর আগের বাংলার মুসলমানদের যে-চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন, তা মর্মস্পর্শী হয়েছে। কি প্রবল সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল তার কথা এ-গ্রন্থে লেখা নেই বটে, কিন্তু সেদিনের হীনমন্যতার চিত্র লেখকের কলমে উজ্জ্বল হয়েছে। অতএব ঐতিহাসিক মূল্য এ-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। আজকের পাঠক তার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে পারবেন, এ-আশায় বইখানি প্রকাশ করা হলো।

মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

'বঙ্গীয় মুসলমান' প্রকাশিত হলো। প্রায় শত বৎসর আগে বাংলাদেশে মুসলমানদের সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন সেকালের লেখক মরহুম নওসের আলি খাঁ ইউসফজী। লেখক পেশাগতভাবে ছিলেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার। তাঁকে চাকুরি ব্যপদেশে বাংলার নানা অঞ্চলে যাতায়াত করতে হতো। সেই সূত্রে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের এক করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। মুসলিম জাতি তার প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় সেদিন সমাজে কোন্ স্থান অধিকার করেছিল সে-বিষয়েও তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। জনাব ইউসফজী সাহেবের রচনার বড় গুণ নিরপেক্ষতা। যেকালে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রদীপ জ্বলে নি, সেকালে লেখকের এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পাঠককে বিমুগ্ধ না করে পারে না। আজ ইউসফজী সাহেবের কথা মুসলিম সমাজ বিস্মৃত হয়েছে। হওয়ারই কথা। আর এ-জন্যেই বইখানি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পাঠক সাধারণের সুবিধার জন্যে মরহুম ইউসফজীর জীবন-কথা তুলে ধরা হলো।

এ-বই প্রকাশের ব্যাপারে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ আনুকূল্য দান করেছেন ব'লে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

গোলাম সাকলায়েন
সম্পাদক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নওসের আলি খাঁ ইউসফজী

(১৮৬৩-১৯২৪)

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বহু স্মরণীয় পণ্ডিত ও চিন্তা-নায়কের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা নিজেরা স্বদেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের আচরণে ও প্রচারে কোন পার্থক্য ছিল না; তাঁরা ছিলেন দীপ শিখার মতো। সেইজন্যে তাঁদের প্রাণের সান্নিধ্যে এসে শত শত প্রাণের প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। তাঁরা অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[১] মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও লেখাপড়ায় অনগ্রসর; ফলে সমাজ জীবনে তাঁরা ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে এগোতে থাকে। "... ... ...That the Muhammedans were becoming more and more degraded and poor day by day. Their religious prejudices had kept them back from taking advantage of the education offered by the government colleges and schools and consequently it was deemed necessary that some special arrangement should be made for them."[২]

সেকালে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ সবদিকেই বিশেষভাবে উন্নত ছিল। মুসলমানদের এই দৈন্যদশা থেকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষাহীন মুসলমান সমাজে কতিপয় দূরদর্শী সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। এঁরা জাতীয় জীবনের সেই দুর্গতির দিনে উত্থান পতনের সন্ধিক্ষণে অকুতোভয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। বক্তৃতা দিলেন, পত্র-পত্রিকায় দেদার লেখা ছাপতে শুরু করলেন। তাঁরা দেশ ও দশের কাজে অসীম সাহসে বুক বেঁধে সমাজের অশিক্ষা কুশিক্ষা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। যাঁরা সেকালে বিপর্যস্ত মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সমাজ-দরদী নওসের আলি খাঁ ইউসফজী সাহেব।

www.pathagar.com

জনাব নওসের আলি খাঁ ইউসফজী ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমান টাঙ্গাইল) টাঙ্গাইল মহকুমার চারাণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেকালে এ গ্রামটি ছিল সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বসতি। এখানে অনেক জ্ঞানী-গুণীর জন্ম হয়েছিল। এ গ্রামটি সম্পর্কে পত্রিকা সম্পাদক ময়েজ উদ্দীন আহাম্মদ ওরফে সূফী মধু মিয়া বলেন :

"চারাণ, তুমিই ধন্য! কেননা 'সমাজ ও সংস্কারক' প্রণেতা মৌলবী রেয়াজ আল্দিন আহমদকে প্রসব করিয়াছে, যে 'সমাজ ও সংস্কারকে'র প্রভাবে বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান নব জীবন লাভ করিয়াছে, স্বার্থ বলিদান করিতে শিখিয়াছে এবং কার্যক্ষম হইয়াছে। তোমার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে।"[৩] সাংবাদিক ও লেখক মুনশী মোঃ রিয়াজ উদ্দীন আহাম্মদ নীচের তথ্য পরিবেশন করেন :

চারাণ বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাসস্থান এবং তিনজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের জন্মস্থান ও লীলা নিকেতন বলিয়া গৌরবান্বিত। ১ম—মৌলভী আবদুল হামিদ খান ইউসফজী, ২য়—পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দীন আহাম্মদ মাশহাদী, ৩য়—মৌলভী নওসের আলি খাঁ ইউসফজী। ইঁহারা তিনজনে পরস্পর পরমাত্মীয়।[৪] আবদুল হামিদ খান ইউসফজী পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকা (১ম প্রকাশ ১৮৮৬ সাল) সম্পাদনা করতেন। জমিদার করিমন্নেসা খানম চৌধুরাণীর আনুকূল্যে পত্রিকাখানি টাঙ্গাইলের অন্তর্গত দেলদুয়ার থেকে প্রকাশিত হ'ত। তাঁর লেখা সুবৃহৎ 'উদাসী' কাব্যখানি সেকালে পাঠকদের রস পিপাসা মেটাতো।[৫] তিনি তাঁর আত্মপরিচয় দেন এভাবে :

আটীয়া চারাণ গ্রাম, বঙ্গে সুবিদিত ধাম,
তথাতে জন্মিলা কবি, আবদুল হামিদ নাম।
মাতা হামিদন নেছা, পিতা 'বশারত আলী'
পিতামহ শাহ্‌কামাল' ইউসফজী পাঠান বলী।[৬]

ইউসফজী সাহেব স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সহযোগী হিসেবে দীর্ঘদিন একত্রে কাজ করেছেন। বিপিন পাল, রামপ্রাণ গুপ্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্রের সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

www.pathagar.com

তিনি শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিবান এবং তেজস্বী ও স্বাধীন-চেতা ছিলেন। রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতার জন্য কয়েকবার তাঁকে ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হতে হয়। টাঙ্গাইলে হানাফী ও আহমদীদের যে মসীযুদ্ধ হয়, তাতে আহমদীদের পক্ষে তিনিই প্রাচীন সেনাপতির ভূমিকা পালন করেন। হানাফীগণ তাঁকে অমুসলমান বলতেন। 'আহমদী'র সম্পাদকীয় ছাড়াও তিনি কয়েকটি তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন।[৭]

পণ্ডিত রেয়াজ আল্-দিন আহমদ মাশহাদী কিছুকাল কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলা সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরেজী ও উর্দু ভাষাতেও তাঁর মোটামুটি অধিকার ছিল। টাঙ্গাইল দেলদুয়ারের জমিদার জনাব এ. কে. গজনবী বিলেত থেকে ফিরে এসে পণ্ডিত মাশহাদীকে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। তিনি সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকার (প্রকাশিত ১৮৮৯) উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন। 'অগ্নিকুক্কুট' এবং 'সমাজ ও সংস্কারক' নামক দুইখানি বই প্রকাশিত হয় একই বছরে ১২৯৬ সালে।[৮] এ ছাড়াও তিনি লেখেন 'সুরিয়া বিজয়' ও 'সিদ্ধান্ত পত্রিকা'।

নওসের আলি খাঁ ইউসফজী সম্বন্ধে প্রখ্যাত লেখক ইব্রাহীম খাঁ লিখেছেন :

সমাজ-দরদী নওসের আলি খাঁ ইউসফজী ১৮৮১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে বি, এ, পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষ হবার আগেই তিনি পাকুল্যার জমিদার মীর আতাহার আলির একমাত্র কণ্যার পাণি গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে তিনি পাকুল্যায় বসতবাটী নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। ১৮৮৯ সালে পাকুল্যায় একটি সাব-রেজিস্ট্রী অফিস স্থাপিত হ'লে তাঁকে সেখানকার সাব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত করা হয় এবং অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বিশ বছর কাজ করেন। তৎকালীন সরকার তাঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হন এবং ১৯১১ সালে তাঁকে সাব-ডেপুটি পদে প্রমোশন দেন।[৯]

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও সদালাপী। চাকুরী ব্যপদেশে তাঁকে অনেক স্থানে যাতায়াত করতে হয়। শেষে তাঁকে বদলী করা হ

www.pathagar.com

আলীপুরে। এখান থেকে অসুস্থ অবস্থায় নওসের আলি খাঁ অবসর গ্রহণ করেন। বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও কোন ফল হয় না, অবশেষে ১৯২৪ সালের ৯ই মে তিনি পরলোক গমন করেন।[১০]

তাঁর সমসাময়িক কালে মুসলিম সমাজের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। এ দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। তিনি সমাজ সংস্কারের সংকল্প করেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি তাঁর নজর পড়েছিল ছাত্র জীবনেই। কলেজে পাঠ কালে 'ঢাকা প্রকাশ' নামক সাময়িক পত্রে তিনি সমাজ-হিতমূলক বহু প্রবন্ধ লেখেন। কেবলমাত্র লেখাই তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কথা প্রচারের একমাত্র পথ ছিল না। তিনি সুবক্তা ছিলেন। কোন সুযোগ পেলেই তিনি সভা সমিতিতে যোগ দিতেন ও সমাজহিতমূলক বক্তৃতা করতেন।[১১] তিনি 'মিহির' ও 'সুধাকর' এবং 'নবনূর'-এর নিয়মিত শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল, বক্তব্য বলিষ্ঠ, সুষ্ঠ ও প্রাণময়। চারাণ এককালে অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিক, শিল্পীর তীর্থভূমি ছিল।[১২]

নওসের আলি খাঁ ইউসফজী কয়েকখানি গ্রন্থের গ্রন্থকার। সরকারী চাকুরীর নানা ঝামেলার মধ্য থেকেও তিনি আমরণ সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। এ তাঁর অবসর সময়ের বিলাস ছিল না, ছিল জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁর প্রথম বই "বঙ্গীয় মুসলমান।" বইখানি ১২৯৭ সালে (১৮৯০) প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন ১ নং গোরস্থান রোড, কড়েয়া, কলিকাতা থেকে শাহান শাঃ এণ্ড কোং। লেখক 'উৎসর্গ পত্রে' বলেন ঃ

"এই 'বঙ্গীয় মুসলমান' আমার শৈশব কালের মাতৃবৎ প্রতিপালিকা দয়ার প্রতিমূর্তি নছিবন্নেছা চৌধুরাণী সাহেবার চরণ কমলে হৃদয়ের ভক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত উৎসর্গ করিলাম।"

বইখানি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ যে উদ্দেশ্যে আমি এই বঙ্গীয় মুসলমান লিখিলাম, তাহা শুধু এই গ্রন্থ প্রচারে পূর্ণ হইবে না ; তবে যদি অন্যান্য ভ্রাতাগণ সমাজের অবস্থা চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতি উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ যে সমস্ত

www.pathagar.com

অভাব রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমার এ গ্রন্থ প্রচারের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলাম, মনে করিব। [১৩]

এ গ্রন্থে লেখক বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে পাঁচ শ্রেণীর মুসলমানের অস্তিত্ব নির্ণয় করেছেন। **১ম শ্রেণী ঃ** আলালের ঘরের দুলাল শ্রেণী, যারা বড় লোক হবার অহংকারে মত্ত হয়েছে। আসলে এরা মুসলমান সমাজের ক্ষতি সাধন করে। **২য় শ্রেণী ঃ** কৃষিজীবী শ্রেণী। এঁরাই সমাজের ভিত্তি ; এঁদের উপরই মুসলমান সমাজের মঙ্গলামঙ্গল বহুলাংশে নির্ভরশীল, অথচ এঁদের মধ্যে পেশাগত শিক্ষার অভাব রয়েছে। **৩য় শ্রেণী ঃ** ব্যবসায়ী শ্রেণী। এদের আর্থিক অবস্থা ভাল। কিন্তু এরা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর। **৪র্থ শ্রেণী ঃ** চাকুরীজীবী পর নির্ভরশীল শ্রেণী। এদের আবার ২ শ্রেণী। উচ্চ শাখা ও নিম্নশাখার চাকুরীজীবী। মুসলিম সমাজে নিম্ন শ্রেণীর চাকুরীজীবীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। উচ্চ শ্রেণীর চাকুরীজীবীরাই মুসলমান সমাজের নেতা। এদের সংখ্যা অল্প হলেও এরাই সমাজের গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। **৫ম শ্রেণী ঃ** ভূম্যধিকারী বা জমিদার সম্প্রদায়। এদের কাছে মুসলমান সমাজের প্রত্যাশা অনেক। তবুও বঙ্গীয় মুসলমান জমিদার সম্প্রদায়ের অবস্থা অতি হতাশাব্যঞ্জক। তারা শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর, বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য। তারা এদিকে যত্নবান হলে সমাজের মাথার মণি হয়ে স্বজাতির দুঃখ দূর করতে পারেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নওসের আলি খাঁ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার বাস্তব কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। আবার তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হবার জন্যে প্রেরণা দান ও পথনির্দেশ করেছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-য়ে ইউসফজী সাহেবের পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচয় আছে। তিনি সাধু বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেও তা হয়েছে নিতান্তই সহজবোধ্য ও সাবলীল। ৯২ বছর আগের (১৮৯০) বাঙালী মুসলমানদের সমাজ জীবনকে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

www.pathagar.com

তাদেরকে মোট পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ও শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন নওসের আলি খাঁ। 'বঙ্গীয় মুসলমানে' তাঁর গভীর মনীষা, তীক্ষ্ণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তার সচ্ছন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমানদের পতন, হৃত-গৌরব উদ্ধার ও তাদের উন্নতির জন্য কি কি করা উচিত, এ প্রবন্ধে গভীর চিন্তাশীলতার মাধ্যমে তিনি তাই নির্দেশ করেছেন। স্বীয় জাতি, দেশ, ধর্ম ও মানুষের জন্য তাঁর হৃদয়ে কি গভীর বেদনা ও আর্তির ছাপ পড়েছিল গ্রন্থটির মধ্যে তার অভিব্যক্তি আছে।[১৪]

কলকাতার Bengal Library-তে রিপোর্ট বেরিয়েছিল ঃ

"Bengali Mussalman" by Naosher Ali Khan deplores the condition of the Mussalmans of Bengal and the utter want of education among them. It is a suitable and thoughtful piece of writing and expresses the defects of Mussalman society with great severity".[১৫]

১৩১০ সালের ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 'নবনূর'—য়ে 'বঙ্গীয় মুসলমান'-য়ের একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

"বহুদিন হইল পুস্তকখানির ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদিন পরেও তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার আবশ্যক পড়ে নাই। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এমন একখানা সদ-গ্রন্থের কেন যে আদর হইল না, বুঝিতে পারি না। লেখক আলোচ্য-গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানেরই একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত। আমরাও লেখকের সহিত এক মত হইয়া বলি ঃ বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে কি হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি প্রাণীর কথা মনে পড়ে। বঙ্গদেশে এতগুলি মুসলমান নরনারী বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মুসলমানোচিত তেজস্বিতা, তাহাদের জাতীয় জীবনের চেতনা বা অস্তিত্ব আছে কিনা, সন্দেহের বিষয়। আমরা যে সকলের নিকট হেয় হইয়া পড়িয়াছি, তাহার কি কোন কারণ নাই? আর সেই কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া

www.pathagar.com

আমাদের জীবন সর্ববিষয়ে উন্নত করা কি আমাদের পক্ষে 'ফরজ' তুল্য নহে। কোনও এক সংখ্যক Islamic World-এ পড়িয়াছিলাম : Numerically we are like the sands of a desert, but politically we are none.

এ-কথাগুলির মূলে কি কোনও কঠোর সত্য নিহিত নাই? বিগত সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা গিয়াছে বঙ্গীয় মুসলমান সংখ্যায় প্রায় বঙ্গীয় হিন্দুর কাছাকাছি; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে কি তাহারা তাহাদের উন্নত প্রতিবাসীর নিকটবর্তী হইবার উপযুক্ত? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বর্তমান সময়ে এসব বিষয়ে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত।"[১৬]

বঙ্গবিজেতা—মাধবী কঙ্কন—জীবন প্রভাত—জীবন সন্ধ্যা প্রণেতা প্রখ্যাত লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত নওসের আলি খাঁ ইউসফজীকে লিখেছিলেন ঃ

আপনার 'বঙ্গীয় মুসলমানে'র জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আমি অতিশয় আনন্দের সঙ্গে উহা পড়িয়াছি। সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার ও প্রকৃত সদানুষ্ঠান দ্বারা জাতির উন্নতি সাধন করিতে আপনি বঙ্গীয় মুসলমানকে উদ্বোধিত করিয়া প্রকৃত স্বজাতি বাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং আমার সহানুভূতি ও বিস্ময়ভাজন হইয়াছেন।[১৭]

নওসের আলি খাঁ ইউসফজীর চরিত্রে ছিল সমাজ সেবার আদর্শ। কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষাসমিতির সভা করার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। সেকালেও কলকাতাই সব বিষয়ে অগ্রণী ছিল এবং কলকাতায় যে জিনিসের প্রচলন হ'ত তা মফঃস্বলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে বেশী সময় লাগত না। এ-কথা কি শিক্ষা, কি আমোদ-প্রমোদ, কি পোশাক-পরিচ্ছদ, সকল বিষয়েই খাটে।[১৮] তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমানদের নব-চেতনায় উজ্জীবিত করতে হ'লে চাই তাদের শিক্ষা-দীক্ষার সম্প্রসারণ। এই উদ্দেশ্যের ফলে মুসলমান শিক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেটা কলকাতায় হয় না। কলকাতার পরিবর্তে রাজশাহী শহরে অনুষ্ঠিত হয় ১৩১০ সালের ২০শে ও ২১ শে চৈত্র মৌলবী সৈয়দ শামসুল হুদা সাহেবের সভাপতিত্বে। সেই একই সভামণ্ডপে ২২শে চৈত্র মৌলবী

www.pathagar.com

ওয়াহেদ হোসেনের সভাপতিত্বে আর একটি সভা বসে ; তাতে বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি গঠিত হয় এবং এ-দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নির্ধারণে নওসের আলি খাঁ ইউসফজী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৯] ফলে উত্তর-কালে এই রাজশাহী সহরে 'রাজশাহী জেলা শাখা মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয় বিখ্যাত 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'র লেখক মৌলভী মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর নেতৃত্বে। মুসলমান শিক্ষা সমিতির সাময়িক রিপোর্ট পত্র 'মুসলমান শিক্ষা সমবায়' নামে প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হয়। 'মুসলমান শিক্ষা-সমবায়' বছরে ৩ বার প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংখ্যা (১ম বর্ষ) বেরোয় ১৩২৬ সালের বৈশাখে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, রাজশাহীর মতো ছোট শহরে রাজশাহী জেলা শাখা মুসলমান শিক্ষা-সমিতির মুখপত্র 'মুসলমান শিক্ষা-সমবায়' প্রকাশিত হ'লেও রিপোর্ট-পত্রে মুদ্রিত রচনাগুলি আসলে মৌলবী নওসের আলি খাঁ ইউসফজী সমাজ সেবার আদর্শ ও মানসিকতার ফলশ্রুতি বললে অত্যুক্তি হবে না। রাজশাহী জেলার মুসলমান শিক্ষা বিস্তার শিক্ষা, বিস্তারে এহসান কোঅপারেশন ও সমবায়, মুসলমান শিক্ষা তহবিল আমদানী প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলি, মুসমান শিক্ষা সমবায়ের ১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসে নওসের আলি খাঁ ইউসফজী যে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন তার প্রকৃষ্ট পরিচয় কেবল প্রবন্ধ লেখা অথবা সভা-সমিতিতে বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, কবিতা রচনা করেও নিজের মতামত জানাতে দ্বিধা করতেন না। 'শিক্ষা বিস্তার' কবিতাটি প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় :

হিন্দু আর মুসলমান
যেন সবে একপ্রাণ
হেন শুভদিনে মরি পুলকে পূরিত
মিলিয়াছে ভ্রাতৃভাবে হয়ে বিমোহিত।[২০]

নওসের আলি খাঁ ইউসফজী 'বঙ্গীয় মুসলমান' ছাড়া কয়েকটি বই লেখেন। যথা : 'শৈশব কুসুম', 'মোসলেম জাতীয় সংগীত', 'দলিল

www.pathagar.com

রেজিস্টারী শিক্ষা', 'উচ্চ বাংলা শিক্ষা বিধি'। 'শৈশব কসুম' কবিতা পুস্তক। প্রথম জীবনে লেখা কবিতার সমষ্টি। বইয়ে মোট ১৭টি কবিতা সন্নিবেশিত। কবিতাগুলি গীতিধর্মী ও উচ্ছ্বাসময়। কিন্তু উচ্চ কবিত্ব শক্তির তেমন পরিচয় নেই। 'মোসলেম জাতীয় সংগীত' আর একখানি কবিতার বই। জাতীয় উত্থানপতন বিষয়ক কবিতার সংকলন। এখানেও রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় ততটা নেই যতটা আছে কবির আত্মোপলব্ধি ও দেশপ্রেম। মুসলমান সমাজের দুর্গতি দেখে কবিচিত্ত বেদনাভিভূত। কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিই ঃ

স্বজাতির দশা হেরি
দ্রুত বহে অশ্রুবারি
নয়ন ঝরণা দিয়া
লেখা কভু হত যদি
কেঁদে কেঁদে লিখিতাম
আজি সে দুঃখের গীতি।

এই কবিতাংশে আমরা তাঁর সমসাময়িক কালের কবিদের কন্ঠস্বর শুনতে পাই।[২১]

গ্রন্থগুলি ছাড়াও নওসের আলি খাঁ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ করেন। প্রবন্ধ ও কবিতার বিষয়বস্তু হইল ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা। কয়েকটি রচনার নামোল্লেখ করা গেল ঃ

ক. একেই কি বলে অবনতি ?—নবনূর, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা কার্তিক ১৩১১।

খ. ভারতে মোসলেম এবে (কবিতা)—প্রচারক, ২য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩০৭।

গ. ছিলাম বিজাতি আমরা ভারতে (কবিতা)—নবনূর, আষাঢ় ১৩১০।

ঘ. সায়ং চিন্তা (কবিতা)—ইসলাম প্রচারক, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১ (১৩০৮)

www.pathagar.com

ঙ. মুসলমান শিক্ষা সমিতি—ইসলাম প্রচারক, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা জুলাই ১৯০৫।

চ. সুকৃতি—নবনূর, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩১১।

ছ. সাহিত্য ও সাহিত্য সমিতি—নবনূর, ২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩১১।

জ. বঙ্গে আফগান পরিবার—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩২৯।

ঝ. ৺বেদী বিয়োগ (কবিতা)—ঢাকা প্রকাশ, ১০ চৈত্র, ১২৯২ ২২শে মার্চ, ১৮৮৫)

—গোলাম সাকলায়েন

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ

১. ত্রিপুরা শংকর সেনশাস্ত্রী, শিক্ষা, কলিকাতা ৪র্থ বর্ষ, ৭ম—১২শ সংখ্যা, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭৮ সম্পাদকীয় পৃঃ ৭।

২. Dr. Shan Muhammad Sir Syad Ahmed Khan: A Political Biography-Meerat. Ist edn. 1969 P. 234.

৩. মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র-য়ে প্রকাশিত। (ঢাকা পাকিস্তান) পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ ১৯৬৬, কবি আবদুল কাদিরের প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত, পৃঃ ৭৯।

৪. **বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা**, কলিকাতা ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৬ কার্তিক।

৫. আনিসুজ্জামান, **মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য**, ঢাকা ১ম সংস্করণ ১৯৬৪, পৃঃ ২৯১—২৯২

৬. **উদাসী**, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯০০ 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

৭. ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড প্রকাশিত **ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি**, ময়মনসিংহ ১ম প্রকাশিত, মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ৪২২।

৮. আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র (মোঃ রেয়াজউদ্দীন আহমদ-এর প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত। ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৬৯ পৃঃ ২৩০—২৩৩)

৯. **বাঙলা একাডেমী পত্রিকা**, ঢাকা তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬, পৃঃ ৩৬।

১০. পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৬।

১১. পূর্বোক্ত।

১২. ময়মনসিংহ জেলাবোর্ড প্রকাশিত—পূর্বোক্ত পৃঃ ৪২৩।

১৩. **বঙ্গীয় মুসলমান**, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১২৯৭ সাল, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৵।

১৪. ময়মনসিংহ জেলা বোর্ড প্রকাশিত—পূর্বোক্ত পৃঃ ৪২৩।

www.pathagar.com

১৫. Report of the Bengal Library for 1891, Calcutta, Page 12.

১৬. **বাঙলা একাডেমী পত্রিকা**, ঢাকা ৪র্থ বর্ষ-১ম সংখ্যা, ১৩৬৭, (আবদুল কাদির লিখিত প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত) পৃষ্ঠা ঃ ১৮।

১৭. **বাঙলা একাডেমী পত্রিকা**, ঢাকা ৩য় বর্ষ,-২য় সংখ্যা, ১৩৬৬ (ইব্রাহীম খাঁ লিখিত প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত) পৃঃ ৩৮।

১৮. ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সংবাদ পত্রে সেকালের কথা**; ২য় খণ্ড সংস্করণ ১৩৮৪, ভূমিকা পৃঃ দ।

১৯. **বাঙলা একাডেমী পত্রিকা**, ঢাকা ৪র্থ বর্ষ-১ম সংখ্যা, ১৩৬৭।

২০. নওসের আলি খাঁ ইউসফজী, **শৈশব কুসুম**, কলিকাতা ১৮৯৫।

২১. (ক) কেমনে পাসরি দুঃখের গান
কেমনে ভুলিবে বিষাদ তান
সমাজ আমার আজ মৃতপ্রাণ
আগুনে হৃদয় জ্বলিয়া যায়।
[শেখ ফজলল করিম 'ভগ্নবীণা' কবিতা, ইসলাম প্রচারক, ১৯০৩ ফেব্রুয়ারী]

(খ) ছি ছি ছি! কি লাজ! ফেটে যায় প্রাণ,
সবাই তোদেরে করে অপমান,
তবুও কি তোরা রহিবি 'অজ্ঞান'
আলস্য-শয্যায় নিদ্রিত হইয়া?
(ইসমাইল হোসেন সিরাজী, **'অনল প্রবাহ'** (কাব্য) ১ম সংস্করণ ১৯০০, পৃঃ ৪)

—০—

www.pathagar.com

এই বঙ্গীয় মুসলমান

আমার শৈশব কালের মাতৃবৎ প্রতিপালিকা
দয়ার প্রতিমূর্ত্তি
নছিবন্নেছা চৌধুরাণী সাহেবার
চরণ কমলে
হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত
উৎসর্গ করিলাম।

নওসের—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপন

বন্ধু বান্ধবের সহিত স্বজাতির ভূত ও ভবিষ্যৎ পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক সময় অস্থির হইয়াছি, গভীর নিশীথে একাকী নির্জন কক্ষে বসিয়া স্বকীয় সমাজের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া কত অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি ; কিন্তু দেখিয়াছি আমার সে অস্থিরতার প্রতি সহানুভূতি এবং আমার সে অশ্রুদর্শনে সকলের চক্ষু হইতে প্রতি অশ্রু বিনির্গত না হইলে কোনই লাভ হইবে না, তাই আজ পাঠক-পাঠিকার নিকটে 'বঙ্গীয় মুসলমান' লইয়া উপস্থিত হইলাম। আমার আশা পূর্ণ হইবে কি না, স্বজাতির অবস্থা দর্শনে ভাই-ভগিনীগণ আমার ন্যায় অস্থির হইবেন কিনা, মর্ম্মান্তিক দুঃখজনিত অশ্রু বর্ষণ করিবেন কিনা—বলিতে পারি না।

মুসলমান সমাজের প্রকৃত হিতৈষী নোয়াখালী নিবাসী বর্তমানে চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বন্ধুবর মৌলবী আবদুল আজিজ বি, এ, সাহেব এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধু 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ সাহেবের নিকটে এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া, তাহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

যে উদ্দেশ্যে আমি এই 'বঙ্গীয় মুসলমান' লিখিলাম, তাহা শুধু এই গ্রন্থ প্রচারে পূর্ণ হইবে না, তবে যদি অন্যান্য ভ্রাতাগণ সমাজের অবস্থা চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতির উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ যে সমস্ত অভাব রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমার এ গ্রন্থ প্রচারের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলাম, মনে করিব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতান্ত ত্রস্ততার সহিত আমাকে বঙ্গীয় মুসলমান প্রকাশ করিতে হইল ইহাতে কোন ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হইলে ভরসা করি পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন ; এই গ্রন্থে প্রকাশিত মত সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে তাহা আমাকে বন্ধুভাবে জানাইলে নিতান্ত বাধিত ও উপকৃত হইব।

এই গ্রন্থ বিক্রয়ের আয় কোনও স্বজাতিহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

নওসের আলি খাঁ ইউসফজী

চারাণ গ্রাম,

টাঙ্গাইল, ময়মনসিং।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বঙ্গীয় মুসলমান/১
বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সামাজিক অবস্থা/২০
বঙ্গীয় মুসলমানদিগের রাজনৈতিক অবস্থা/৩৭
বঙ্গীয়মুসলমানদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা/৪৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বঙ্গীয় মুসলমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বঙ্গীয় মুসলমান

সূচনা

গম্ভীর নিশীথে চিন্তামগ্ন জ্যোতির্ব্বিদ, তাহার লক্ষ্যস্থ গ্রহটি কক্ষচ্যুত হইলে যেমন রোমাঞ্চিত ও বিস্মিত হয়, এবং উদ্বিগ্ন মনে একদৃষ্টে অনন্ত আকাশে তাহার সেই আদরের গ্রহটি অনুসন্ধান করে, আজ কি প্রত্যেক বঙ্গীয় মুসলমান তেমন ব্যস্ততার সহিত, তাহার বড়ই আদরের জাতীয় জীবনের গৌরব-রবি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান লইবে না ? কীর্ত্তিনাশার জলপ্লাবিত স্থলনিচয়ের অধিবাসীগণ যুগ যুগান্তে প্রত্যাগমন করিয়া, তাহাদের আদিম বাসস্থান নূতন জনগণ কর্তৃক অধ্যুষিত দেখিলে যেমন নিজেরা নিজদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের সেই সুখ নিকেতন অধিবাসভূমি কি এই ? পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব পুরুষগণের অস্থিচর্ম্ম কি এই বালুকাস্তূপে বিমিশ্রিত হইয়াছে ?" এজ বঙ্গ মুসলমান কে, এ প্রশ্ন কি ঠিক সেইরূপভাবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে না ? ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান ! এস, একবার কল্পনা দূরবীক্ষণ লইয়া ভারত ইতিহাস অ কাশে কিছু পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিবে সেখানে কত গ্রহের আবির্ভাব, কত উল্কাপাত, কত উত্থান কত পতন– তাহার সহিত সেই আকাশেরই বঙ্গীয় প্রান্তে মুসলমান জাতিরূপ গ্রহটির উদয় ও অস্ত যখন তুমি দেখিবে, তখন তুমিও বিস্ময়-স্তিমিত-লোচনে সে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিবে এবং বলিবে, "কি দেখিলাম কি হইল ?" ভ্রাত ! আরও দেখ, সময় জলধিগর্ভে কত রত্ন ডুবিয়া যাইতেছে, সময় স্রোতের বিষম আঘাতে পড়িয়া কত রাজ্য রাজধানী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে সেই সময়াবর্ত্তে বঙ্গের মুসলমান সিংহাসন কিরূপে ভাসিয়া গেল, বঙ্গে —মুরশিদাবাদ, পাটনা (আজিমাবাদ), ঢাকা (জাহাঙ্গীরনগর) কিরূপে মুসলমানদের গৌরবের সমাধিভবন হইল, তাহা যখন ভাবিবে, তখন তুমিও কি সাশ্রু-নয়নে নিজকে জিজ্ঞাসা করিবে না, "মুসলমানের সুখ নিকেতন বঙ্গ কি এই ? এখানেই কি

www.pathagar.com

তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের গৌরবের সমাধি ?" তখন কি তুমি এ বঙ্গীয় মুসলমান লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে না ?

গত-প্রাণ বঙ্গীয় মুসলমানের সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া তাহার এ দুঃখের কান্না, এ শব-সাধনায় কি তোমার মনে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতির উদ্রেক হইবে না ?

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বখ্‌তিয়ার খিলজীর গৌড়ে আগমন মুহূর্তে যে সিংহাসনের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশীর ভীষণ বাত্যায় যে সিংহাসন সমূলে উৎপাটিত হয়, এই সুদীর্ঘকালে বঙ্গীয় মুসলমান ভারত রঙ্গভূমে তাহাদের জাতীয় জীবনের কিরূপ অভিনয় করিয়াছে, হাজী ইলিয়াস সাহ, দাউদ সাহ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ, দিল্লীর শাসন বিমুক্ত হইয়া বঙ্গগৃহে স্বাধীনতার ক্ষণিক আলো কিরূপে প্রতিভাত করিয়াছিল, বঙ্গীয় মুসলমানের এই দীর্ঘ ইতিহাস সামান্য পুস্তকে সঙ্কুচিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ বিগত ঐতিহাসিক ঘটনার চর্চিত চর্বণ না করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় যদি একটি প্রাণীর সহানুভূতি—দুর্ভাগা বঙ্গীয় মুসলমানের স্ব স্ব অবস্থার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারি তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া মনে করিব।

বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে কি হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি প্রাণীর কথা মনে পড়ে। বঙ্গদেশে এতগুলি মুসলমান নরনারী বাস করিতেছে। কিন্তু তাহাদের মুসলমানোচিত তেজস্বিতা, তাহাদের জাতীয় জীবনের চেতনা ও অস্তিত্ব আছে কিনা, সন্দেহের বিষয়।

মুসলমান ধর্ম্ম জাতিভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িক কৌলিন্য স্বীকার করে না। মানবিক সাম্যনীতি শিক্ষাদানার্থে জগতে ইসলামের আবির্ভাব। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি হীনচক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার আত্মা কলুষিত হয়। মুসলমানের জাত্যাভিমান তাহার হৃদয়ের নীচতা প্রকাশ করে মাত্র। পরম উদার সাম্যনীতিই ইসলামের মূল-মন্ত্র বটে কিন্তু তথাচ মুসলমান সমাজে বংশানুক্রমিক বিভিন্নতা-সূচক শেখ, সৈয়দ, মোহল, পাঠান নামে যে শ্রেণী চতুষ্টয় দৃষ্ট

www.pathagar.com

হয়, ইহা মুসলমানের জাতিভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িক কৌলিন্য প্রকাশক নহে। জাতিভেদ প্রথায় যেমন এক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত একত্রে আহার বিহার, এক সঙ্গে উপবেশন এবং বিবাহক্রিয়া দোষজনক বলিয়া ঘোষণা করে, এমন কি ব্রাহ্মণ শূদ্রের জলগ্রহণ এবং নায়র নাম্বুরির* পরস্পর ছায়াস্থান করিতে নিষেধ করে, মুসলমান উচ্চ শ্রেণীর চতুষ্টয়ের মধ্যে সেরূপ কোনই বিভিন্নতা নাই, শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদের মধ্যে একত্রে আহার বিহার, বৈবাহিক আদান প্রদান, জলগ্রহণ ও ছায়াস্পর্শ প্রভৃতি কার্য্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান এই শ্রেণী বিভাগ কেবল তাহাদের বংশানুক্রমিক বিভিন্নতাসূচক ধর্ম্ম কি সমাজ সম্বন্ধীয় কোন প্রাধান্য প্রকাশক নহে। কিন্তু আমাকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, বঙ্গে প্রকৃত অর্থাৎ অমিশ্র বংশীয় উক্ত কয়েক শ্রেণীর লোক পাওয়া সুকঠিন। অবস্থার নিপীড়নেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, উক্ত কয়েক শ্রেণীর মধ্যে এত পরিবর্ত্তন ও এত মিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, কেহ নিজেকে সৈয়দ কি মোগল বলিয়া পরিচয় দিলে, তাহার কথায় সন্দেহ করা যেন স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা আপনাদিগকে শেখ নামে পরিচয় দিয়া কৌলীন্যের অভিমান করেন নিরপেক্ষভাবে দেখিতে গেলে, তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের কোনই ভিত্তি পাওয়া যায় না, একটুকু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সোনা অপেক্ষা সোহাগার ভাগই অধিক দৃষ্ট হয়। বোধ করি সেইজন্যই তাহাদের বংশোপযুক্ত গুণপনায় সুবর্ণের মনোরম কান্তি না থাকায় তাহাদের আত্মাভিমান কেবল বাহ্যিক চাক্‌চিক্য দেখিয়াই নয়ন ঝলসিয়া যায়। সৈয়দ নামেরও সেইরূপ অনেক স্থলে অপব্যবহার হইতে দেখা যায়, অনেক অজ্ঞাত বংশধর অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের উপরে বংশ মর্যাদা লাভ করিবার উদ্দেশে, আপনাদিগকে সৈয়দ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। হা—কি দুরদৃষ্ট! আজকাল অনেকে

*মালবার দেশীয় হিন্দুদের মধ্যে নাম্বুরি, নায়র ও টায়র নামে কয়েকটি বিভিন্ন জাতি আছে। প্রথমোক্তেরা শেষোক্তদিগের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না।

www.pathagar.com

আরবী ফারসীর দুই এক কথা পড়িয়াই আপনাদিগকে 'খোন্দকার' বেশে সৈয়দ বলিয়া মুরিদগণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। দিল্লীর শেষ মুসলমান সম্রাটগণ সকলেই মোগল ছিলেন, মোগলদের সম্মান দিল্লীতেই যথেষ্ট ছিল, তাই বঙ্গে তাহাদের দলবল বাড়িতে পারে নাই, বঙ্গে 'মির্জা' উপাধিধারী মোগলদের সংখ্যা বড় অধিক নয়।* বঙ্গদেশে পাঠান শ্রেণীও এক খেচরান্ন হইয়া পড়িয়াছে, পাঠানদের উপাধি 'খাঁ'। যাহারা ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহাদিগের নামের সঙ্গেও খাঁ উপাধি সংযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত শূর খিলজী ইউসফজী ও লোদীবংশীয় পাঠান বঙ্গে কচিৎ দৃষ্ট হয়। খলিফ হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহু আনহুর বংশীয় শেখ, এমাম হোসেনের বংশীয় সৈয়দ, মোঙ্গলিয়ার মোগল এবং আফগান জাতীয় পাঠান বঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত আয়াস-সাধ্য।

মুসলমানগণ সিয়া ও সুন্নি নামে দুই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বঙ্গদেশে সুন্নিদের সংখ্যা সিয়াদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক। বঙ্গদেশে ঢাকা, কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, হুগলি প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর ভিন্ন অন্য কোথাও সিয়াদিগকে বাস করিতে প্রায় দেখা যায় না। সিয়ারা গৌরবর্ণ ও শৌখিন, কিন্তু ব্যবসা শিল্প ইহাদের বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি তাদৃশ সুমার্জ্জিত নহে। বিষয় বুদ্ধি খুব কমই আছে। ইহারা বেশ-ভূষা ও পরিধান ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানোচিত জাতীয় চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছে। সিয়াগণ আজিও বাঙ্গালীদের অনুকরণে পায়জামা ছাড়িয়া ধুতি, আসকান চাপকান ছাড়িয়া চাদর গ্রহণ করিতে এবং টুপি ছাড়িয়া ছরনাঙ্গা অর্থাৎ উলঙ্গ শিরে থাকিতে শিক্ষা করে নাই। তাহারা আজিও বাঙ্গালী সাজে নাই। ইহারা আজিও বাঙ্গালী বুলি গ্রহণ করে নাই। অধিকাংশ ফারসী ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না। সুন্নিদের সংখ্যা সিয়া অপেক্ষা এত অধিক যে, বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে কেবল তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করে, বঙ্গীয় মুসলমান-গণ তাহাদের অবলম্বিত ব্যবসানুসারে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে

*এ দেশের সিয়া সম্প্রদায়ই সাধারণতঃ মির্জা উপাধি ধারণ করিয়া মোগলদিগের উক্ত উপাধিই বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

www.pathagar.com

পারে : ১ম এক শ্রেণীর লোক আছে, ইহারা কোন কার্য্য করে না; আলস্য ইহাদের জীবনের সর্ব্বময় কর্ত্তা, ইন্দ্রিয় ভোগই ইহাদের মুখ্য, এই শ্রেণীর নাম 'নিকৃষ্ট শ্রেণী' রাখা যাইতে পারে। এই নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের জীবনের কোন মূল্য নাই। ইহারা জীবনে মৃত; ইহারা সমাজের গলগ্রহ হইয়া থাকে। ইহারা কিছু উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, বরং পরকীয় অর্জ্জিত ধননাশ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ধনীর গৃহে ঐ অলস মোসাহেববৃন্দ, দরিদ্রের দ্বারে ঐ স্বাভাবিক হাত-পা-চক্ষুবিশিষ্ট ভিক্ষুকগণ এই শ্রেণীর লোক। ইহারা পরিশ্রম বলে কপর্দক অর্জন করে না, পরের অর্জ্জিত ধন লুণ্ঠন করাই ইহাদের ব্যবসায়, বাস্তবিক ইহারা আত্মনাশক, সমাজ-দ্রোহী। আমি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বঙ্গীয় কতিপয় প্রধান প্রধান জমিদারের ঘর এই নিকৃষ্ট লোকদের প্রসাদে বিনষ্ট হইয়াছে। কত কত ধনীর পুত্র এই সকল শনির দৃষ্টিতে পতিত হইয়া পূর্ব পুরুষগণের ধন সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছেন। কেহ কেহ তাহাদের উদ্দেশ দাতাগণের দল বৃদ্ধি করিয়াছেন, আলা-লের ঘরের দুলালদের মোসাহেবগণ প্রকৃতই মুসলমান সমাজের বড় অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ইহাদের স্ব-স্ব বাড়ী ঘরের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের আত্মচিন্তা একেবারেই নাই, সুতরাং ইহারা যাহাদের লবণ ধ্বংস করে, তাহাদের জন্য চিন্তা করিবে কিরূপে? সংসারে পিতা-মাতা পরিজন প্রতিপালনের চিন্তা স্বপ্নেও ইহাদের স্মৃতি নিপীড়ন করে কিনা সন্দেহের বিষয়। ইহাদের জনক-জননী 'হা পুত্র, হা অন্ন' করিয়া পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চক্ষের জলে বক্ষ ভিজাইতেছে, অথচ এ দিকে তাহাদের যশঃভূষণ পুত্রগণ বাদশাহী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গাঞ্জায় দম খেচিয়া ধরাকে সরাবৎ মনে করিতেছে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ! তুমি আর কতদিন এরূপ নিকৃষ্ট জানোয়ারদিগের ভার বহন করিবে? কতদিন আর এ নর পিশাচ মোসাহেবগণ তোমার দেহের শোণিত শোষণ করিবে—ধনী-শ্রেণীর বিনাশ সাধন করিবে। দরিদ্র মুসলমান সমাজ! কতদিন আর তুমি এ হতভাগাদের অত্যাচার সহ্য করিবে, কতদিন আর নরপিশাচগণ তোমার গলগ্রহ থাকিয়া জগতে দুঃখস্রোত ও পাপস্রোত প্রবাহিত

www.pathagar.com

করিবে। যতদিন মুসলমান সমাজ হইতে এ শ্রেণী অপসারিত না হইতেছে, যতদিন সার্ব্বজনীন ঘৃণা ও তিরস্কারের কষাঘাতে তাহাদের অবলম্বিত কুপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হইতেছে, ততদিন মুসলমান সমাজের মঙ্গল নাই। ইহারা ধনীশ্রেণীর ধ্বংসকারী বিষ-দন্ত কীটের ন্যায়, ইহারা ধনের মরীচিকা, সমাজ হইতে এ কীটগুলি অপসারিত না হইলে অচিরেই সমাজের লক্ষ্যস্থল ধনীশ্রেণী বিলুপ্ত হইবে।

বঙ্গীয় মুসলমানেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষিজীবি। এই শ্রেণী সমাজের প্রাণ স্বরূপ, এই শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ সমালোচনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। কৃষকগণ সমাজের প্রাণ, কৃষি সমাজের ভিত্তি। বঙ্গীয় মুসলমানের প্রায় অর্দ্ধেকাধিক এ শ্রেণীর লোক, সুতরাং এই শ্রেণীর উন্নতি ও অবনতিতে মুসলমানদের মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

কৃষিকর্ম্ম স্বাধীন ব্যবসা, সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর নির্দোষ জীবিকা, সুতরাং কৃষকগণ তাহাদের পবিত্র ব্যবসায়ের জন্যে সমাজে অবশ্যই আদরণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পতিত দেশে কৃষকগণ আদৃত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অস্বাভাবিক ঘৃণার চক্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আহা ! বঙ্গ কৃষকের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় তাহাও কি আবার বলিতে হইবে ? কৃষকের অবস্থা চিন্তা করিতে হৃদয় ফাটিয়া যায়। তাহারা সমাজের প্রধান অবলম্বন হওয়া স্বত্ত্বেও সমাজে তাহাদের কিছু মাত্র আধিপত্য নাই, তাহারা দিবা নিশি খাটিয়া শরীরের রক্ত জল করিয়া যে সমাজের মহোপকার সাধন করিতেছে, আক্ষেপের বিষয় যে, সেই সমাজ তাহাদের তত্ত্ব লইতেছে না, ততোধিক দুঃখের বিষয় যে, সমাজ তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে। তাহাদের দুঃখ দূর, তাহাদের অভাব মোচন, তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সমাজে কাহাকেও দেখা যায় না।

যে কৃষকগণের এক বৎসরের পরিশ্রমলব্ধ শস্য কোন প্রকারে ব্যাঘাত হইলে, দুর্ভিক্ষ মহামারী উপস্থিত হয়, সমস্ত নরনারীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়, পিতা-মাতা মৃত সন্তানের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া

www.pathagar.com

নিজ জীবনকে ধিক্কার দেয়, সমাজের মহোপকারী সেই কৃষকগণের অবস্থার প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই।

আমার দীর্ঘকালবধি বিশ্বাস যে বঙ্গীয় মুসলমানের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেক পরিমাণে বঙ্গীয় কৃষক শ্রেণীর উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করে, এই বিশ্বাসে আমি বঙ্গীয় ভিন্ন স্থানীয় জনগণের সহিত আলাপ আদিতে কৃষক শ্রেণীর সাধারণ অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার কৃষক শ্রেণীর সাধারণ অবস্থার জ্ঞান এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতি কেবল স্যার উইলিয়ম হান্টার সাহেবের "ইণ্ডিয়ান মুসলমান" কিংবা "ইণ্ডিয়ান পেজাণ্ট" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জন্মে নাই।

বঙ্গীয় দুঃখী মুসলমান কৃষকদের অবস্থা জানিতে আমাকে কল্পনার সাহায্য লইতে হয় নাই, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া বঙ্গীয় কৃষক শ্রেণীর মুসলমানদের যে অবস্থা দেখিয়াছি, যে অবস্থা দর্শনে আমার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাদের কঠোর সাধনা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আমাকে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে হইয়াছে; সুতরাং আমার এ শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি কথা বলিবার আছে; এখন কৃষি-জীবি মুসলমানদের অবস্থাতে প্রবেশ করি, তাহারা যে দুঃখসাগরে সর্ব্বদা হাবুডুবু খাইতেছে, একবার সেই সাগরের তীরে দণ্ডায়মান হই, আশা করি যাহারা একবার এ সাগর তীরে উপস্থিত হইবেন তাহাদের দয়া থাকিলে, স্বজাতি বাৎসল্য থাকিলে, কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিলে—এই হতভাগাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন না।

বঙ্গে এই শ্রেণীর মুসলমানদের সর্ব প্রধান দুরবস্থা, বিদ্যা শিক্ষার অভাব, এবং এই অভাবের সহিত তাহাদের অন্যান্য অবস্থা এতদূর নিকট সম্পর্কে সম্বন্ধে যে, এই অবস্থাকে তাহাদের সর্ব্ব দুঃখের নিদান বলিলেও অন্যায় হয় না। কৃষি প্রধান পল্লীতে বেড়াইতে যাও, তাহাদের বাক্যের কোমলতা দেখিয়া সুখী হইবে, তাহাদের নম্রতা দেখিয়া প্রীত হইবে, তাহাদের অকৃত্রিম ব্যবহারে আনন্দিত হইবে, তাহাদের সর্ব্ব প্রধান গুণ সরলতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে; কিন্তু তাহাদের শিক্ষার অভাব দর্শনে তোমার মনে বিষম আঘাত লাগিবে, তাহাদের

www.pathagar.com

মূর্খতা দর্শনে যে চিন্তানল তোমার মনে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতে যত সুখ, যত প্রীতি, যত আনন্দ, ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মিভূত করিবে, তোমার এই এক প্রধান শ্রেণীর ভ্রাতাদের বিদ্যার অভাব দেখিয়া তোমার প্রাণ দ্রবীভূত হইবে।

একই শিক্ষার অভাবে কৃষি-জীবি মুসলমানদের দুরবস্থার এক শেষ হইতেছে। কৃষি-জীবিদের বিদ্যা শিক্ষার অর্থ এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকলেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিযোগীতা না করিলেই বিদ্যা-শিক্ষা হয় না, প্রকৃত শিক্ষা প্রতিযোগীতা না করিয়াও —বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধির ভার বহন না করিয়াও লাভ করা যাইতে পারে।

কৃষিজীবিদের বিদ্যা শিক্ষা অন্যভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাকুক, তোমার উচ্চ শিক্ষা দূরে রাখ, উচ্চ উপাধি দূরে যাউক, কৃষি-জীবিদিগকে নিম্ন শিক্ষা—যেমন তেমন লেখা পড়া—কড়া, গণ্ডা, আনা, পয়সার হিসাবটা রাখিবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াও কি উচিত নয়? যাহতে তাহারা নিজ নিজ আয় ব্যয়ের হিসাব, জমিদারের রাজস্বের হিসাব, অন্যান্য প্রকারের দৈনিক আবশ্যকীয় বিষয়ে কাগজ পত্রাদি রাখিতে পারে, তদুপযুক্ত শিক্ষা অন্ততঃ তাহাদের পাওয়া উচিত।

শুধু নিম্নশিক্ষার অভাবে তাহাদের কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, হিসাব পত্র না থাকায় কৃষক যাহা উপার্জ্জন করিতেছে, আয় বুঝিয়া ব্যয় না করায় অথবা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করিয়া ব্যয় করায় সর্বদাই তাহাদিগকে নানা বিপদে পড়িতে হইতেছে। জমিদারের কর্ম্মচারী এক মুদ্রার স্থলে দ্বিগুণ আঁক কসিতেছেন, সিঁদের অপেক্ষা কাগজ কলমের চুরি ভীষণতর তাহাতে আবার কৃষকদের হিসাব নাই, তাহাদের দড়ীর গিরা, মাটীর আঁক, বৃক্ষের দাগ আর কত কুলাইবে? জমিদার কমচারী যে আঁক ফেলিয়াছে, আর অমনি ঘাড়ে চাড়া দিয়া তাহা আদায় করিতেছে, এইরূপে বঙ্গীয় কৃষিজীবি মুসলমান ভ্রাতাগণ বিদ্যার অভাব জনিত যে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতেছে, যন্ত্রণানলে বিদগ্ধ হইতেছে, তাহার

www.pathagar.com

শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আজ এই অবসরে আমি বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমান যুবকবৃন্দের নিকট একটি প্রার্থনা করিব। হে ভ্রাতা ভগিনীগণ! তোমাদের স্বজাতীয় এতগুলি প্রাণী কি চিরদিন মূর্খতা তিমিরে আবৃত থাকিবে? তাহাদের এ অভাব পূরণে কি তোমরা মনোযোগী হইবে না? আপনারা জ্ঞাত আছেন, পরস্পরের সাহায্যের উপরে সমাজের উন্নতি, সভ্যতার উৎকর্ষ নির্ভর করে। একজন মনুষ্য যখন বর্ণমালার (খ) অক্ষর পর্যন্ত শিখিলে (ক) অক্ষরটী অন্যকে শিক্ষা দিতে বাধ্য, তখন তোমাদের হৃদয় যে শিক্ষালোকে আলোকিত হইয়াছে, তাদ্বারা কি নিরূপায় কৃষকদিগকে হৃদয়ের অভাব মোচন করিবে না, 'বিদ্যার বৃদ্ধি দানে'— এ কথার সার্থকতা কি তোমরা সাধন করিবে না? যদি সমাজের মঙ্গল কামনা কর, যদি সমাজকে উন্নত করিতে চাও, যদি সমাজের পূজনীয় হইতে চাও, তবে এই শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার বন্দোবস্ত সর্বাগ্রে বিধান করিয়া দাও। যতদিন এই শ্রেণী উন্নত না হইতেছে, ততদিন বঙ্গীয় মুসলমানদের উন্নতির আশা করিও না, ততদিন জাতীয় জীবনের উত্থান আর ঘটিবে না। জানিনা, বঙ্গে সেইদিন, সেই সুখের দিন কবে আসিবে—যখন বঙ্গীয় কৃষি-জীবি মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবে, তাহারা বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, বিদ্যার সুবিমল কিরণে তাহাদের প্রাণ আলোকিত হইবে, মূর্খতা তিমির দূরীভূত হইবে, বঙ্গীয় প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে জলদ নির্ঘোষ "বিদ্যারত্নম্ মহাধনম্" এই মহোপদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

তৎপর বঙ্গীয় কৃষি-জীবি মুসলমানদের দ্বিতীয় দুরবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষা ও কৃষিশাস্ত্রে অজ্ঞানত. আরো না হউক শরীরজীবি মনুষ্যের পক্ষে শরীর পালনের জ্ঞান তো থাকা আবশ্যক। আমি বলি না যে, বঙ্গীয় কৃষি-জীবিদের উদ্ভিদের জ্যামিতি লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে হইবে, পদার্থ বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে হইবে, শরীর বিজ্ঞানে চিকিৎসোপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; কিন্তু ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য যে, তাহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহজলব্ধ সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মনে করুন, একজন কৃষক

www.pathagar.com

দ্বি-প্রহর বেলায় প্রচণ্ড সূর্য্যের দুরন্ত রৌদ্রের মধ্যে গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়া, কার্য্য হইতে অবকাশ পাইবামাত্র জলে ঝাঁপিয়া পড়িল, এবং আর্দ্র বস্ত্রে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া পচা ছড়া যাহা কিছু পাইল, তদ্দারা উদরপূর্ণ করিল ; তাহার এ অজ্ঞানতার পরিণাম কি ? তাহার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ত উর্দ্ধ বায়ু ; নইলে কফ কাশী জ্বরের হাত এড়ায় কে ? এই সামান্য বিষয়ে অজ্ঞানতা—এই শরীর পালনের নিয়ম লঙ্ঘন—জন্য বঙ্গে যে কত শত কৃষক অকালে শমন সদনে গমন করিতেছে, তাহার ইয়াত্তা কে করে ?

তৎপর তাহারা যে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাতেও যে তাহাদের প্রচুর পরিমাণ জ্ঞান আছে, একথা আমি কদাপি স্বীকার করিতে পারি না। বঙ্গদেশের ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। বঙ্গদেশের কৃষকদিগকে শস্যোৎপাদনের জন্য ক্ষেতের পার্শ্বে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিতে সুগভীর গর্ত্ত খনন করিয়া রাখিতে হয় না, অথবা সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া জলের ব্যবস্থাও করিতে হয় না। যে বঙ্গদেশে ক্ষেতের মাটি একবার উলট পালট করিয়া বীজ ফেলিতে পারিলেই প্রকৃতি যথোচিত পুরস্কার প্রদান করে, সেই বঙ্গদেশে কৃষকদের কৃষিবিদ্যায় প্রচুর জ্ঞান থাকিলে তাহাদিগকে চিরদিন এত হীন অবস্থায় থাকিতে হইবে কেন ? তাহারা স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না কেন ? কিরূপে ভিন্নদেশীয় শস্যাদি স্বদেশে জন্মাইতে হয়, কোন প্রণালীতে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হয়, কিরূপেই বা এক ফসল নষ্ট হইলে অন্য ফসল দ্বারা স্বদেশের অভাব—দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা পাইতে হয়, ইত্যাদি নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। যব, গম প্রভৃতি শস্য যে বঙ্গ-প্রাণ ধান্যের অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর, তাহা সকলেই জানেন। ক্ষীণকায় দুর্ব্বল বাঙ্গালী অপেক্ষা মাংসল সবল হিন্দুস্থানী যে অধিকতর হৃষ্ট পুষ্ট ইহাই এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। দেখা গিয়াছে বঙ্গদেশে ঐ সকল শস্য জন্মিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষকদের যব গমের পুষ্টিকারিতা জ্ঞান ও নূতন শস্যোৎপাদনে অনুরাগ না থাকাতে, তাহারা ঐ সকল শস্য জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে না। যদিও আজকাল দেশের শিক্ষিত সমাজের কাহারো কাহারো

www.pathagar.com

কৃষকদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে, কোন কোন সংবাদ-পত্রে কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি বাহির হইতেছে, বিশেষ সুখের বিষয় এই যে, এদেশীয় কয়েকজন বিলাত ফেরতা কৃষিবিদ্যাবিশারদ যুবকের উৎসাহে কতকদিনাবধি "কৃষি গেজেট" নামে একখানি পত্রিকা বাহির হইতেছে. কিন্তু ঐ সকল আন্দোলন ও আলোচনা এবং পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। লেখা পড়ায় অজ্ঞানতার জন্য সংবাদপত্রের আন্দোলন কৃষকদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কৃষি গেজেটের অধিকাংশ প্রবন্ধ বিলাতি কৃষিপ্রণালীর উপরে দৃষ্টি রাখিয়া লেখা হয় এবং ঐ পত্রিকা প্রায়শঃ জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ধনীদের তাকিয়ার নীচে পেষিত হওয়া ভিন্ন অজ্ঞ কৃষকের পর্ণকুটিরে যাইয়া তাহার উপদেষ্টা স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না। পাঠক! দেখিলেন, বঙ্গীয় কৃষক শ্রেণীর মোসলমানগণ, কি শারীরিক কি মানসিক সকল প্রকার জ্ঞানই অভাবান্বিত। বিদ্যার অভাবই তাহাদের এ সকল অজ্ঞানতার প্রধান কারণ। তাই বলি শিক্ষিত সমাজ! তোমরা কতদিন আর বঙ্গের এ দুর্ভাগ্য কৃষকদের জ্ঞানতৃষ্ণা অপূর্ণ রাখিবে? তোমাদের সম্মুখে যে ইহারা জ্ঞান পিপাসায় দিবানিশি ছটফট্ করিতেছে, তোমরা মানুষের প্রাণ লইয়া কি তাহাদের সে তৃষ্ণা পূর্ণ করিবে না? তোমরা শিক্ষালাভ করিয়াছ, তোমাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারিয়াছ, তোমরা কি জ্ঞানবারি বর্ষণ করিয়া মূর্খ কৃষকদের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিবে না? আর কতদিনে দেখিয়া সুখী হইবে যে, বঙ্গীয় কৃষি-জীবি মোসলমানগণ এক হস্তে সংবাদপত্র অন্য হাতে হল-ধারণ করিয়া মৃত্তিকাকর্ষণ করিতেছে।

আমি কৃষি-জীবি বঙ্গীয় মোসলমানদিগকে আর এক অবস্থায় দেখাইয়া তাহাদের জন্য এ দুঃখের কান্না শেষ করিব। কৃষকগণ দিবারাত্রি হাড়ভাঙ্গা খাটিতেছে, পরিশ্রমের একশেষ করিতেছে, তথাপি তাহাদের দরিদ্রতা দূর হইতেছে না, তাহাদের অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যাইতেছে, তাহারা দিন দিন দরিদ্রতা-রাহুর পূর্ণ গ্রাসের মুখে নিপতিত হইতেছে। বঙ্গদেশের অনেকস্থানে কৃষকগণ প্রতি বৎসর অধিকতর লাভজনক শস্যোৎপাদন করিতেছে,

www.pathagar.com

পূর্ব্বে যে ভূমিতে ৫ টাকার ধান্য জন্মিত, এখন সেই ভূমিতে, ন্যূনকল্পে ১৫ টাকার পাট জন্মিতেছে, কিন্তু তাহাদের আয়ের বৃদ্ধির সহিত অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ১ম তাহাদের পরিবারের লোক সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যাইতেছে, ২য় জমিদারের উৎপীড়ন হ্রাস হইতেছে না, এবং তৃতীয়তঃ মহাজনগণ কৃষকদিগকে একেবারে শোষণ করিয়া ফেলিতেছে, নিজের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কৃষকগণ একাধিক বিবাহ করিয়া বহু গোষ্ঠী জন্মাইয়া সমাজকে দরিদ্র করিয়া তুলিতেছে। জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রক্ষা কবচের বলে, দুর্ভাগা বঙ্গীয় কৃষকদিগের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেছে, তাহার যথার্থ প্রাপ্য খাজনার সমান, এমন কি—কোনস্থানে তদধিক গ্রাম খরচ* লাঠি মারিয়া আদায় করিতেছে। সুচতুর মহাজন এমনই কল কৌশলে বঙ্গীয় কৃষকদের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতেছে যে, সে তাহা বুঝিতেও পারিতেছে না; কৃষকগণ বিদ্যাশিক্ষা না করা পর্য্যন্ত কখনই স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না। আমাদের দেশের লোকের একটী ভয়ানক ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে, যাহারা কৃষিকার্য্য করে তাহাদের আবার লেখা পড়ায় আবশ্যক কি? বিদ্যাশিক্ষা করা যেন কুকুর-বৃত্তি-কারী—চাকুরী ব্যবসায়ীদেরই এক চেটিয়া জিনিস। আমাদের দেশের সকলেরই জানা আবশ্যক যে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি আধুনিক সুসভ্য দেশের অধিকাংশ কৃষক নানা বিদ্যাবিশারদ। এমন কি, তাহাদের শিক্ষার তিলাংশের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর শিক্ষাভিমান তুলিত হইতে পারে না। শুভক্ষণে মহামতি লর্ড রিপন এদেশে সাধারণ শিক্ষা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যত দিন কৃষকদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা উপযুক্তরূপ বিস্তৃত না হইতেছে, যতদিন কৃষকগণ তাহাদের অবস্থা ভালরূপ বুঝিতে না পারিতেছে, যতদিন তাহারা জমিদারের উৎপীড়ন, মহাজনের

*গ্রাম খরচ—প্রজাদের নিকট হইতে ভূমির নিয়মিত কর অপেক্ষা প্যাদা তহশিলদার প্রভৃতির বেতন, এবং জমিদারের দর্শনী ইত্যাদি বলিয়া যাহা আদায় হয়, তাহাকে গ্রাম খরচ বলে।

www.pathagar.com

সুদ পেষণ হইতে রক্ষা না পাইতেছে, ততদিন তাহাদের নিস্তার নাই, এবং যতদিন বঙ্গে কৃষকদের অবস্থা উন্নত না হইতেছে, ততদিন এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে না।

বঙ্গীয় মুসলমানদের তৃতীয় শ্রেণী বণিক্ ব্যবসায়ী। ইহাদের অবস্থা কিছু আশাপ্রদ, ইহারা অল্পাধিক লেখাপড়া জানে। দুঃখের বিষয়, মুসলমান সমাজে ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই শ্রেণীর মুসলমানদের সাংসারিক অবস্থা একরূপ মন্দ নয়। ইহারা কাহাকে ধারায় না—ধারেও না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত কৃপণ হইয়া থাকে। ইহাদের স্ব স্ব ব্যবসায়ে দক্ষতা দেখা যায় না। কিরূপ নিয়মে যে ব্যবসা চালাইতে হয়, কিরূপ কার্য্য করিলে ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হয়, ইহাদের সে জ্ঞান নাই। দশে মিলিয়া যে লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়, একথা ইহাদের স্বপ্নের অগোচর। অনেক লাভজনক ব্যবসা আছে যাহার মূলধন সংগ্রহ করা একজন কি দুইজন লোকের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অনেকে মিলিয়া স্ব-স্ব মূলধন একত্রিত করিলে সে অসম্ভব ব্যবসাও সম্ভবপর হইয়া উঠে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে বহু-লোকের সম্মিলিত মূলধনে কোন লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া শুধু মুসলমানগণ কেন, সমস্ত বাঙ্গালী জাতির পক্ষেও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে * ইহারা অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন

*দশে মিলিয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে যে কিরূপ লাভবান হওয়া যায়, পাঠক তাহা একটি সামান্য উদাহরণেই বুঝিতে পারিবেন। মনে করুন, একজন লোক সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া মাত্র ১০০টী আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে, এই ১০০ আলপিনের মূল্য বাজারে চারি পয়সা মাত্র। কিন্তু আলপিন প্রস্তুত করিবার যে সকল প্রক্রিয়া আছে, তাহার প্রত্যেকটী যদি এক এক জন লোকের হাতে দেওয়া যায়—অর্থাৎ একজন লোক আলপিন নির্ম্মাণের সমস্ত কার্য্য না করিয়া, দশজন লোকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদি তাহাদের মধ্যে কেহ ধাতু দ্রব্য গলায় কেহ উহা ছাঁচে ফেলে, কেহ তারগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কর্ত্তন করে, কেহ উহার একপ্রান্ত চেপটা করে, কেহ উহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করে, আর কেহ বা উহা মসৃণ করে ইত্যাদি রূপে নানা জনে পৃথক পৃথক কার্য্য করিলে সকলের সমবেত পরিশ্রমে একদিনে অন্যূন ৫০০০ আলপিন প্রস্তুত হইতে পারিবে এবং পূর্ব্বোক্ত দরে ঐ পাঁচ হাজার আলপিন বাজারে ৩৶ মূল্যে বিক্রি হইবে।

www.pathagar.com

রহিয়াছে, তবে যে তাহাদের আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল, তাহার মূলমন্ত্র "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই মহাকাব্য।

বঙ্গীয় মুসলমানদের চতুর্থশ্রেণী ভৃতিভূক। পরাধীনতা করিয়া ইহাদের জীবনোপায় করিতে হয় ; চাকুরীর পরেই ইহাদিগকে নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। ইহাদিগকে দুই শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—নিম্ন ও উচ্চ। এই নিম্ন শাখার লোকদের সহিত কি পরিচিত হইতে চাও ? যাহারা রাজকীয় কাছারি সমূহের চারপাশ ধারণ, সাহেব সুবাদের গাড়ীর অগ্র পশ্চাতে গমন, এবং জমিদার তালুকদারদের সর্ব্বপ্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামায় লাঠী সঞ্চলনকে জীবনের চরম উন্নতি মনে করে, তাহারাই এই শ্রেণীর লোক। ইহারা লেখা-পড়ার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, সাহেবদের water লাও, yes, no, go, come, প্রভৃতি শব্দের অর্থবোধই ইহাদের জ্ঞানের চরম সীমা। ইহারা স্ব-স্ব অবস্থার উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করে না, বলিতে দুঃখ ও আক্ষেপ হয় যে, ইহাদের পুরুষানুক্রমিক গৌরবের চিহ্ন "চাপরাস"। সাহেব সুবাদের বাস-প্রাঙ্গণে রাজত্বকালে রঙ্গিল পাগড়ীই যেন ইহাদের বাদসাহী তাজ। বঙ্গে এই শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু ইহাদের নিকটে সমাজের কোন আশা নাই, ইহাদের আথিক অবস্থাও ভাল নয়।

ভৃতিভূক শ্রেণীর উচ্চশাখার লোকদিগকে বিদ্যা বুদ্ধির বিনিময়ে জীবনোপায় করিতে হয়। এই শ্রেণীর মুসলমানগণ সমাজের আশা-স্থল, বর্ত্তমান সময়ে ইহারাই সমাজের নেতা ; ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও ইহারাই বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মুখোজ্জ্বল রাখিতেছে—ইহারাই এ নিপতিত সমাজর গৌরব রক্ষা করিতেছে ! বঙ্গীয় মুসল-মান সমাজোদ্যানে এইরূপ দুই একটি পুষ্প ফুটিতেছে বলিয়া, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এত আবর্জ্জনা—এত দুঃখ দুরবস্থা স্বত্বে আজিও সে সমাজ এদেশের অন্যান্য প্রধান সমাজের সহিত অনায়াসে প্রতি-যোগীতা করিতে সক্ষম হইতেছে। শ্রীশ্রীমতী ভারতরাজ্ঞীর প্রতিনিধির আইন সভায়, প্রেসিডেন্সি নগরের সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে, জেলার সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাসনে এবং মহকুমা সমূহের বিচারাসনে, দেশের উচ্চ এবং নিম্ন আদালতের ব্যবহারবিদদের দলে, এই শ্রেণীর স্বজাতীয়

www.pathagar.com

ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দের উদ্রেক হয়। সাক্ষাৎভাবে এবং পরোক্ষে এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারা মুসলমান সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। এই শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা রাজকীয় বেতন ভোগী, তাহাদের দ্বারা মুসলমান সমাজের রাজকার্য্য প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত হইতেছে, এবং যাঁহারা স্বাধীন ব্যবসাবলম্বী তাঁহারা যথাসাধ্য সমাজের মঙ্গলের জন্য দিবানিশি পরিশ্রম করিতেছেন। যদিও দুর্ভাগা বঙ্গীয় মুসলমান কিরূপে যে এই শ্রেণীর লোকের দলবৃদ্ধি হয়, এবং কিরূপে তাহাদের সমাজ হিতৈষণার পৃষ্ঠপোষণ করিতে হয়, তৎপ্রতি কিছুই মনোযোগ দিতেছে না, তথাপি ইঁহারা সমাজের জন্য পরিশ্রম করিতে ক্রটী করিতেছেন না। যেমন জোয়ার কিংবা বর্ষার প্রবলস্রোতে বটবৃক্ষের মূলদেশস্থিত মৃত্তিকা অপসারিত হইলে উহার শিকড়গুলি মাত্র সেই বিশাল শাখা প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষটীকে উদ্বহন করে সেইরূপ ভৃতিভূক শ্রেণীর উচ্চ শাখার লোকদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও—কিংবা সমাজ তাহাদের পৃষ্ঠপোষণ না করিলেও, তাহারা মুসলমান সমাজকে অনেক উচ্চে ধরিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দরিদ্র মুসলমান সমাজ তাঁহাদের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহারা এক্ষণে সমাজের জন্য যাহা করিতেছেন, ভবিষ্যদ্বংশ কৃতজ্ঞতার সহিত তজ্জন্যে তাহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিবে। বঙ্গীয় মুসলমানদের অবস্থা প্রকাশ করিতে অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া আমাকে তাহাদের দুঃখের গীতি গাইতে হইবে, বিষাদের ছবি আঁকিতে হইবে, আমার বিশেষ সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, এক্ষণে আমি এই শ্রেণীর স্বজাতীয় ভ্রাতাদের একটুকু প্রশংসা করিতে অবকাশ পাইলাম। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বর্ত্তমান দুরবস্থার সময়ে যাহার নিকটে যে কিছু সাহায্য পাইবে আমরা প্রাণ খুলিয়া শতমুখে তাহাদের প্রশংসা করিতে ও ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, তাহাদের প্রশংসা করিতে "এক মে হাজার লাখ" বলিলেও আমাদের তৃপ্তি হয় না।

বঙ্গীয় মুসলমানদের পঞ্চম ও শেষ শ্রেণী ভূম্যধিকারী। এই শ্রেণীর নিকটে সমাজের বড়ই প্রত্যাশা। এই শ্রেণী হইতে সমাজ ন্যায়তঃ অনেক সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারে,

www.pathagar.com

সুতরাং এই শ্রেণীর অবস্থা অবশ্যই আলোচ্য। জমিদারগণ এদেশের রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী, লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দেশের রাজা প্রজার মধ্যস্থিত এক উচ্চাসনে জমিদারকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং তাহাদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতাও দিয়াছে। সমাজের দুঃখ দূর করিতে, সমাজের অভাব মোচন করিতে— তাহাদের সম্মুখে যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে। যে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত না করা হয়, সে ইচ্ছা করিয়া যে কি লাভ, তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আমি জানি, আজকাল অনেক শিক্ষিত মুসলমান যুবক স্বীয় সমাজের উন্নতির জন্য নানা প্রকার সদিচ্ছা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পরিপোষণ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার উপযুক্ত উপায় তাহাদের আয়ত্তাধীন নহে। জমিদারদের প্রাণে সমাজের জন্য কোন সদিচ্ছা থাকিলে তাঁহারা তাহা অক্লেশে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সমাজের বিশেষ হিতসাধন করিতে পারেন, তাহারা সমাজকে দুঃখ দুরবস্থা হইতে বিমুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সফলকাম হইতে পারেন। এদেশের জমিদারদের প্রাণে স্বদেশ, স্বজাতির মনো বিশুদ্ধ হিতৈষণা থাকিলে, স্বদেশের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইতে পারে, স্বজাতির অবস্থা পুনরায় সমুন্নত হইতে পারে, সমাজ এক অপূর্ব্ব সুখের স্থান হইতে পারে। তাঁহারা সমাজের মঙ্গলার্থ অনেক করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য করেন কি না, পাঠক! আসুন একবার তাহারই অনুসন্ধান লই। দেখি, তাঁহাদের সমাজের জন্য চিন্তা আছে কি না, এই সকল প্রশ্ন লইয়া যদি তুমি সমাজের ধন-কুবেরগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ কর তবে তুমি কি উত্তর পাইবে? সে অধিকাংশ মুসলমান জমিদারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমাদিগকে কেবল হতাশ হইতে হইবে। প্রথমতঃ দেখুন, বিদ্যা বুদ্ধির সহিত তাহাদের কিরূপ সম্বন্ধ, বঙ্গীয় আধুনিক মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে বিদ্যার এত দূর অভাব পরিলক্ষিত হয় যে, তাহা ভাবিতে গেলে আমাদিগের আর কোন আশাই থাকে না।

www.pathagar.com

ধনীদের বিদ্যা শিক্ষায় অমনোযোগের অনেক কারণও রহিয়াছে, ধন ও বিদ্যা কুচিৎ একাধারে দেখা যায়, হিন্দুরা বলেন, লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী এক গৃহে বাস করে না। অনেকস্থলে দেখা যায়, নাম স্বাক্ষর জ্ঞানই তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষার পরিসমাপ্তি; তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা অথবা জ্ঞানার্জন করিবার অবকাশই বা কোথায়? দিবা রাত্রি নিদ্রাদেবীর সেবা করিয়াও তাহাদের তৃপ্তি হয় না। হে সমাজহিতৈষি যুবক! তুমি কি এই জমিদারদিগকে জাগাইতে চাও—কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে চাও? তাহা হইবে না। সত্য কথা বলিয়া বিরক্তি ভাজন হইতে ভয় কি? বঙ্গীয় অধিকাংশ মুসলমান জমিদারকে আলস্যের উপাসক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিদ্রার সেবা করিয়া তাঁহারা যে অবকাশ পান, তাহা কবুতর উড়ান, মোরগ লড়ান, খোসগল্প, তাস, পাশা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেই ব্যয়িত হয়। এখন বল দেখি, তাহারা কেমনে স্বীয় উন্নতির চেষ্টা করিবে, কোন সময়েই বা বিদ্যাভ্যাস করিবে? তাঁহারা সমাজের জন্য চিন্তা করিবে কিরূপে? যাহাদের আলস্যের দাসত্ব করিতে সময় মত স্নানাহার ঘটিতে পারে না, যাহাদের আত্ম-ভাবনা নাই, তাহারা পরের জন্যে ভাবিবে কিরূপে? অধিক কি, বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, জমিদারীর বলে ইহারা আপনাদিগকে ছোট খাট নবাব বলিয়া মনে করেন; সেই জমিদারীর শাসন কার্য্যে, তাহার আয় ব্যয় দর্শনে তাহাদের মতি গতি নাই। পাঠক বঙ্গীয় অধিকাংশ মুসলমান জমিদারের ঘরের তত্ত্ব লও, জানিতে পারিবে জমিদারের নিজবাড়ীর দালানের ছাদ খসিয়া পড়িতেছে, উহার কত স্থান ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আবর্জ্জনার দুর্গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে, অথচ অন্যদিকে জমিদারের নায়েব দেওয়ান বাবুদের বাড়ীতে দ্বিতল ত্রিতল দালান উঠিতেছে, মনোরম উদ্যান নির্ম্মিত হইতেছে, জমিদারগণ বিদ্যা বুদ্ধি শূন্য, কাজেই নায়েব দেওয়ান বাবু যথেচ্ছা জমিদারী লুট পাট করিয়া—নিরন্ন প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া আয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে। অনর্থক মামলা মোকদ্দমা ঘটাইয়া উকিল, মোক্তারের উদর পোষণের সহিত নিজেরাও দশটাকা লাভ করিতেছে

২—

www.pathagar.com

জমিদারকে একে আর বুঝাইয়া এক শত টাকার জমা খরচে ২০০ কেন ৫০০ শত টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইতেছে।*

ইহারা কলে কৌশলে অভাগা জমিদারগণকে এমনই খেলার পুতুল করিয়া রাখিতেছে যে, ইহাদের কার্য্যে কোন প্রকার সন্দেহ করা কিংবা ইহারা যে, একবারে জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করা ঐ সকল জমিদারদের পক্ষে অসম্ভব।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব্বোল্লিখিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরা অশেষ প্রকারে সমাজের অ-কল্যাণ সাধন করিতেছে তাহারা জমিদার শ্রেণীর এক ভয়ানক রোগ. তাহারা জমিদার শ্রেণীর সামান্য অনিষ্ট করিতেছে না, এই বিষদন্ত কীট নিয়া সমাজের আশা কুসম জমিদারগণকে নিরন্তর দংশন করিতেছে। বঙ্গ দেশের জমিদার ও অন্যান্য সভ্যদেশের জমিদারে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে, বিলাতের অধিকাংশ জমিদার বড় লোক, বঙ্গদেশের জমিদারগণকে বড় লোক বলিলে বড় লোক শব্দের মর্য্যাদা কি রক্ষা পায়? ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে জ্ঞান, সম্মান ও গুণে বড় না হইয়া কেবল ধনে বড় হইলে প্রকৃত বড় লোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, সে সকল দেশে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলে বিদ্যাশিক্ষায় বড় হইতে হইবে, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত হইতে হইবে, সাধারণের নিকটে সম্মান-ভাজন হইতে হইবে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইতে হইবে; অল্প কথায় বলিতে ধনজন প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বরে—নয় হৃদয়ের গুণে বড় হইতে হইবে। ইংলণ্ডের জমিদার সন্তানকে প্রথমতঃ নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হয়, সাধারণের নিকটে সম্মান-ভাজন হইতে হইবে, অল্পকথায় বলিতে ধন-জন প্রভৃতি বাহ্যিক আড়ম্বরে নয় হৃদয়ের গুণে বড় হইতে হইবে। ইংলণ্ডের জমিদার সন্তানকে প্রথমতঃ নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হয়, উচ্চ উপাধিলাভ করিতে এবং বিদ্যা বুদ্ধির বলে সমাজের বংশোপযুক্ত বড়লোকের শোভনীয় পদ অধিকার করিতে

* ঢাকা অঞ্চলের কোন মির্জ্জা জমিদারের নিকটে কোন আমলা বাবুর জমা খররচ দস্তখত উপলক্ষে "জোনাব কি তোছদ্দক মে গয়া" শীর্ষক যে হাস্যজনক কথা আমি শুনিতে পাই, তাহা পাঠকগণ হয়ত অবগত আছেন।

www.pathagar.com

হয়, বঙ্গীয় মুসলমান জমিদারগণের কি এই জ্ঞান আছে? তাহাদের কি বিদ্যা বুদ্ধির বলে বড়লোক হইবার চেষ্টা আছে? কখনই না। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ভাগ্য কবে ফিরিবে, কবে তাহারা স্ব স্ব উন্নতির জন্য মনোযোগী হইবে, কবে তাহাদের এ দুঃখ নিশার প্রভাত হইবে, কবে তাহাদের এ কাল-নিদ্রা ভাঙ্গিবে, কবে স্বজাতির এ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তাহাদের সহানুভূতি হইবে—আর কত দিনে তাহারা আপনাদের দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে। সেই সুখের দিন কবে আসিবে যখন বঙ্গীয় মুসলমান জমিদারগণ সমাজের অগ্রণী হইয়া, প্রকৃত বড়লোক হইয়া, স্বজাতির দুঃখ দূরীকরণার্থে বদ্ধপরিকর হইবে।

বঙ্গীয় মুসলমানগণের বংশানুক্রমিক 'শেখ' 'সৈয়দ' 'মোগল' ও 'পাঠান' এই বিভাগ চতুষ্টয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎপর কার্য্যগত পার্থক্য দেখাইতে সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 'নিকৃষ্ট শ্রেণী' 'কৃষিজীবি' 'ব্যবসায়ী' ও 'ভৃতিভুক' এবং 'ভূম্যধিকারী' এই পাঁচ শ্রেণীর স্থূল বিবরণ উপরে প্রকটিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি বঙ্গীয় মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সাধারণ ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

www.pathagar.com

বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সামাজিক অবস্থা

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ যে অবনতির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায় ?—একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গাদির সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া যদি বর্দ্ধিত হয়, সে বৃদ্ধি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদির ক্ষতিকারক এবং সমস্ত শরীরের অনিষ্টজনক হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই আংশিক স্ফীতি যদি শেষ বয়সে হয়, তবে তাহার পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে। দিল্লীর সাম্রাজ্য-রূপ মুসলমান সমাজ-শরীরে নবাব আলী বর্দ্দির সময়ে বঙ্গদেশ রূপ তাহার একটী অঙ্গ নানা প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্ষনিক স্বাধীনতার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল যখন সেই সাম্রাজ্য শেষ দশায় উপস্থিত হইল, তখন বঙ্গের ক্ষণিক স্ফীতি, স্বাধীনতার গর্ব্ব—সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস যেন ডাকিয়া আনিল। বঙ্গের এই সময়ে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্ষমতা বাড়িয়াছিল, আলী বর্দ্দি বঙ্গদেশকে সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করা স্বত্বেও "অকাল কুসুমের" ন্যায় উহা ভাবুকের নিকট বড় অশুভকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আলী বর্দ্দির সময়ে, যে অকালকুসুম দেখিয়া সকলে ভীত হইয়াছিল, নবাব সেরাজ ওদ্দাওলা সেই কুসুমের ফলরূপে প্রকাশ পাইল, পলাশীর প্রাঙ্গণে কবির মুখে বলিতে "যেই খানে যবনের কীরিট ভূষণ, খসিয়া পড়িল আহা! পলাশীর রণে" যে মুহূর্ত্তে মোস্লেম গৌরব রবি অস্তমিত হইল, সেই মুহূর্ত্ত বঙ্গীয় মুসলমানদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার সূত্রপাত হইল, সেই মুহূর্ত্তে মুসলমানের এ ভীষণ কালরাত্রির গোধূলী দেখা দিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বঙ্গীয় মুসলমানদের জাতীয় জীবন চেতনা হারাইল, এবং সেই অচেতনাবস্থায় মুসলমানগণকে আজও দেখা যাইতেছে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে যে সকল অভাব দেখিয়া প্রাণে সর্ব্বদা ব্যথা পাই, তাহারই উল্লেখ করা আবশ্যক যদি

www.pathagar.com

আমরা আমাদের অভাবগুলি বুঝিতে পারি আমাদের সমাজ-শরীরে কোন রোগ আছে কি না, তাহা জানিতে পারি ; তবে আমাদের অভাব মোচনে—রোগ প্রতিকারের চেষ্টা অবশ্যই হইতে পারে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে প্রথমে তাহাদের শিক্ষার অভাবই আমাদের চক্ষু-পীড়া জন্মায়। যখন দেখি বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজ শিক্ষা-সামর্থে অন্যান্য সমাজের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে তখন এক বিজাতীয় মর্ম্মান্তিক দুঃখে মর্ম্ম দংশন করে। শিক্ষার উপরে জাতীয় সুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর করে, বঙ্গীয় মুসলমানদের যে এই শিক্ষার অভাবই তাহাদের দুঃখ দুরবস্থার প্রধানতম কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে বিদ্যাশিক্ষার যে অভাব রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অনেক দূর যাইতে হইবে না ; এক্ষণে যাহার হস্তে বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের সুখ-দুঃখের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে তাহার কথা অবশ্যই অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। গত লোক সংখ্যার তালিকা অর্থাৎ আদমসুমারী দেখিয়া বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর বলেন যে, বঙ্গদেশে পুরুষদের এক হাজার লোকের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা* নিম্নলিখিত অবস্থা দৃষ্ট হয় ঃ

	যাহারা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে	যাহারা লেখাপড়া করিতে পারে	যাহারা নিরক্ষর
হিন্দু	৪২	৬৯	৮৯২
মুসলমান	২৮	৩৫	৯৩৭

এই তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, মুসলমানগণ হিন্দুদের অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষায় ১৪ অঙ্ক এবং সাধারণ লেখাপড়ায় ৩৪ অঙ্ক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাদের শিক্ষার অভাব। বঙ্গদেশের এক শত মুসলমানের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এই অবস্থা দৃষ্ট হয় যথা ঃ—

	যাহারা লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে	যাহারা মূর্খ
মুসলমান	২$\frac{৪}{৫}$	৯৩$\frac{৭}{১০}$

* ১৮৮২ খৃঃ অব্দের বেঙ্গল এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট দেখুন।

www.pathagar.com

কি শোচনীয় অবস্থা ! বঙ্গদেশে ১০০ জন মুসলমান যুবকের মধ্যে ২$\frac{৪}{৫}$ জন শিক্ষার্থী এবং ৯৭$\frac{১}{৫}$ জন নিরক্ষর আলস্যের দাস। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংরেজ-শাসনাধীন বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় মুসলমান যুবকগণের শতকরা প্রায় ৯৮টি প্রাণী নিরক্ষর* ইহারা বিদ্যা শিক্ষার রসাস্বাদনে বঞ্চিত রহিয়াছে। যে সমাজে এরূপ অজ্ঞতা—এতদূর নিরক্ষরতা বর্ত্তমান, সে সমাজের আশা ভরসা কোথায় ? বঙ্গীয় মুসলমানদের কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই বিদ্যার অভাবে অভাবান্বিত। ধনীগণ আলস্যের দাসত্ব করিয়া কেবল আহার বিহারে সুখের মানব-জীবন বিনষ্ট করিতেছে, পক্ষান্তরে নির্ধনগণ অবস্থার নিপীড়নে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না ; সত্যই যাহারা চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাহারা মুসলমান সমাজে বিদ্যা-শিক্ষা সম্বন্ধে উল্লিখিত বিপরীত অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, এবং মুসলমানদের এ অজ্ঞান-স্রোতের তীরে দাঁড়াইয়া বলিবেন 'এঘাটেও থা নাই, ওঘাটেও সাঁতার'।

আমরা বঙ্গীয় মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি কেন, এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি শিক্ষা-নৈপুণ্যে তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের অপেক্ষায় কোন শক্তিতে অভাবান্বিত ? বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি বিদ্যাশিক্ষায় স্বাভাবিক শক্তি-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে ? যে মুসলমানজাতি এক সময়ে জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, যাহাদের জ্ঞান রশ্মি কর্ডোভা, গ্রানেডা, বোগ্‌দাদ, কায়রো ও গজনীর বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার অধিবাসীদিগকে সভ্যতালোকে আলোকিত করিত, যে মুসলমান জাতির নিকটে জ্ঞান ও সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল বলিয়া আজ ইউরোপ ভূমি উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-গরিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্যের অনুকরণে ইউরোপের বর্ত্তমান ইতিহাস, ভূগোল ও সাহিত্য গঠিত হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির গণিতশাস্ত্রের এল্‌জ্যাবরা এবং রসায়ণে কিমিয়া নামে ইউরোপ ও আমেরিকায় গণিত ও রসায়ণ শাস্ত্রের নামকরণ হইয়াছে, যে মুসলমান জাতির অবলম্বিত আরবী সংখ্যা লিখন প্রণালী আজও

* বঙ্গ দেশের ১৮৮২—৮৩ খৃঃ অব্দের শাসন বিবরণীর ১১০ পৃঃ দেখুন।

www.pathagar.com

সমস্ত ইউরোপীয় জাতির গণিতে সমাদরে ব্যবহৃত হইতেছে, যে মুসলমান জাতি জগতে সর্ব্বপ্রথমে অবজারভেটরি স্থাপন করেন, এবং যে মুসলমান জাতির আবিষ্কৃত ত্রিকোণমিতির কতকগুলি আবশ্যকীয় নিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অঙ্কশাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে, বলিতে দুঃখ হয়—! আজ বঙ্গদেশে সেই মুসলমান জাতি কি পাশ্চাত্য শিক্ষা আয়ত্ত করিতে অক্ষম ? তাহাদের মস্তিষ্কের কি কোন অভাব ঘটিয়াছে ? না কখনই নহে। আলস্য বিলাসিতা প্রভৃতি ব্যসনগুলি ব্যতীত বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষাবনতির আরো কয়েকটি মুখ্য কারণ রহিয়াছে। সে কারণ এই—৫০০ শত বৎসরের পরাধীনতায় হিন্দু জাতিকে পরকীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, মুসলমান রাজত্বের সময়ে হিন্দুগণ আরবী পারসী শিক্ষা করিত, অতএব ইংরেজশাসনের প্রারম্ভে হিন্দুগণ পরকীয় ভাষা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত থাকায় অনায়াসে পারসীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী বুলিগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন; বাস্তবিক হিন্দুগণ যখন তাহাদের অবস্থার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, এবং ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, মুসলমানগণ তখনও পরাধীনতার নিকটে সহিষ্ণুতার পরিমাণ শিক্ষা করিতে সময় পায় নাই। তখনও বঙ্গীয় মুসলমান, জাতীয় ভাষা জাতীয় পরিচ্ছদ—বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া নিরাপত্তিতে পরকীয় ভাষা, পরকীয় বেশভূষা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই; ভীষণ ব্যাঘ্র যেমন পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলে প্রথমতঃ কিছুকাল মনের দুঃখে গুমরাইতে থাকে, আবদ্ধকারীর হস্ত হইতে আহার গ্রহণ ও তাহার হাতের তুড়িতে নৃত্য করিতে অনেক বিলম্বে শিক্ষা করে, ইংরেজ শাসনের সূচনা কালে বঙ্গীয় মুসলমানদের অবস্থাও অবিকল সেইরূপ ছিল। দীর্ঘকাল স্বাধীনতার সুখভোগ করিয়া কে স্বেচ্ছায় অধীনতা-শৃঙ্খল পায় পরিতে চায় ! এই কারণে হিন্দুদের সহিত এক সময়ে মুসলমানগণ ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারে নাই, নতুবা এক রাজার অধীনে এক অবস্থায় হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানগণের এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকার অন্য কোন গুরুতর কারণ দৃষ্ট হয় না। তৎপর মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার অবনতির আরো কতিপয় কারণ রহিয়াছে; মুসলমানদের জাতীয় ভাষার প্রতি যে রূপ সমাদর, স্বধর্ম্মে তাহাদের সেইরূপ ভক্তি; ধর্ম্ম

www.pathagar.com

কৰ্ম্ম, বিধি ব্যবস্থা শিক্ষা করিতে হইলে আরবী, ফার্সি শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, সমস্ত ধৰ্ম্মগ্রন্থ ঐ দুই ভাষায় লিখিত। আমরা দেখিতে পাই, একটি হিন্দু বালক যে সময়ে এন্ট্রেন্স অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত ইংরেজী শিক্ষা করে, একজন মুসলমান বালকের সে সময় ধৰ্ম্মপ্রণালীর প্রাথমিক শিক্ষাতেই ব্যয়িত হয়। সুতরাং হিন্দু-বালক মুসলমান বালককে ইংরেজী শিক্ষায় অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ এক সময়ে ইংরেজী-শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে হিন্দুবালক কোন রূপেই মুসলমান বালককে অতিক্রম করিতে পারে না। বঙ্গদেশের হিন্দুগণ ইংরেজীর সহিত হয় বাঙ্গালা নয় সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারিলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল, কিন্তু মুসলমানদের তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থা। মুসলমানদিগকে স্বজাতি ও স্বধৰ্ম্মের প্রতি অনুরাগ বশতঃ প্রথমতঃ আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দু শিক্ষা করিতে হয়, বঙ্গদেশের অধিবাসী বলিয়া তাহাদিগকে সাংসারিক কার্য্য পরিচালনার্থে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে হয়; আরবী, ফার্সী কি উর্দ্দু পরিত্যাগ করিয়া কোন মুসলমান বালক যদি প্রথমেই ইংরেজী ও বাঙ্গালাভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তবে সে অল্প দিনেই স্বধৰ্ম্মে ভক্তি স্বজাতির প্রতি অনুরাগ শূন্য নূতন একটি জীব হইয়া পড়ে; তাই আমরা অনুক্ষণ আমাদের সমাজে উলঙ্গ শির বিজাতীয় সংক্রান্ত মুসলমান বালকদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া প্রাণে ব্যথা পাইতেছি। পাঠক! দেখুন, মুসলমান বালকদিগকে প্রথমতঃ আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া ইংরেজীর পাঠারম্ভ করিতে হয়, অথচ হিন্দুবালকগণ তাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালার বর্ণমালার সহিত ইংরেজী বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ মুসলমান বালকদিগকে যেখানে ৫টি ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, সেখানে হিন্দু বালকদিগকে মাত্র ২টি ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, কাজেই মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষা ক্ষেত্রে হিন্দু-বালকদের সহিত সমভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেন্টের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী ও বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পুস্তকাদি ও মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় বাধা জন্মাইতেছে; মুসলমানগণ ধৰ্ম্মকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে, যে

www.pathagar.com

কার্য্যে তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহারা সেরূপ কার্য্য করিতে কখনই প্রস্তুত নয়, মুসলমানগণ প্রত্যহ ৫ বার নিয়মিত সময়ে উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে এই ৫ বারের মধ্যে একবার প্রত্যহ মধ্যাহ্নে উপাসনা করিতে হয়, দুঃখের বিষয়, সরকারী স্কুল কলেজে মধ্যাহ্ন সময়ে মুসলমান ছাত্রদিগকে উপাসনা করার জন্য ছুটির বন্দোবস্ত না থাকায়, ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানগণ স্ব স্ব সন্তানগণকে সরকারী স্কুল কলেজে পাঠাইতে পারে না। বঙ্গদেশের অনেক স্থানের অধিবাসিদের মাতৃভাষা উর্দ্দু, মুসলমান ছাত্রগণ ইংরেজীর অনুবাদ উর্দ্দুতে না শুনিলে কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু সরকারী স্কুলসমূহের অধিকাংশে শিক্ষকগণ বাঙ্গালী, বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজী অনুবাদ করিয়া ছাত্রগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, মুসলমান ছাত্রদের বাঙ্গালাভাষায় জ্ঞানের অভাব, কিংবা হিন্দুবালকদের অপেক্ষা অনেক অল্প জ্ঞান থাকায় তাহারা ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি করিতে পারে না। সরকারী স্কুল কলেজে যে সকল পুস্তক পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়, তাহা পড়িতে মুসলমান ছাত্রদের বিশেষ আপত্তির কারণ রহিয়াছে। মুসলমানদিগকে বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণ তো দিবা নিশা ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে, তুরুক, মোসলা প্রভৃতি নামে তাহাদের স্ব স্ব গ্রন্থে অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ইংরেজ গ্রন্থকারগণ মুসলমানজাতি সংক্রান্ত অনেক মিথ্যাপবাদ প্রকাশে মুসলমান রাজত্বকে কু-রঞ্জিত করিয়া মুসলমানদের মনে দারুণ ব্যথা জন্মায়, কাজেই মুসলমানগ ঐ সকল গ্রন্থ যেস্থানে পঠিত হয়, তথায় স্ব স্ব সন্তান সন্ততিকে পাঠাইতে চায় না। এই সকল কারণে মুসলমান সমাজে বর্ত্তমান সময়ে আশানুরূপ ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারিতেছে না। মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার অবনতির মূলে যে এই সকল কারণ রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান না লইয়া যদি কেহ কেবল আলস্য উদাসীনতা কিংবা অনর্থক ইংরেজী ভাষার প্রতি ঘৃণাকে বর্ত্তমান সময়ে উহার কারণ বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা কোন রূপেই স্বীকার করিতে পারি না। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায়

www.pathagar.com

গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সকল বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহা প্রকারান্তরে হিন্দু-বালকদের এক চেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে ; যে সময়ে হিন্দু-বালকগণ কেবল বাঙ্গালার কিংবা বাঙ্গালা ও ইংরেজী পড়ে, মুসলমান বালকগণকে সেই সময়ের মধ্যে স্ব স্ব গৃহে আরবী, ফার্সী ও বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ইংরেজী পড়িতে হয়, কাজেই মুসলমান ছাত্রগণ সমকক্ষতায় অকৃতকার্য্য হইয়া বৃত্তি লাভে বঞ্চিত হয়, ইহাতে মুসলমান সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং তাহাদের জন্য বিশেষ বৃত্তির আবশ্যক।

পক্ষান্তরে বঙ্গীয় মুসলমানদের আরবী, ফার্সী শিক্ষাতে নানা কারণে প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব সময়ে প্রত্যেক পল্লীতে মোক্তব ও মাদ্রাসায় মুসলমান ছাত্রগণ আরবী ফার্সী শিক্ষা লাভ করিতেছিল; যেই ফার্সী রাজ ভাষার আসন হইতে অস্তমিত হইল, অমনি আরবী ফার্সীর সমাদর হ্রাস হইয়া পড়িল। এইরূপে বঙ্গীয় মুসলমানগণ কি বিজাতীয় কি জাতীয় ভাষায় শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইলেন। এখন তাহাদের কিছু কিছু চেতনা হইতেছে। তাহারা আত্ম-অবস্থা বুঝিতেছে, তাই বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৫১ খৃঃঅব্দে হিন্দুছাত্র সংখ্যা মুসলমান ছাত্রের ৪ গুণ ছিল ; কিন্তু বিগত দশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান ছাত্র সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি দেখিলে কাহার না মন পুলকে পূর্ণ হয়? প্রত্যেক বৎসরেই বঙ্গে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ; যদিও বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ আশাজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি আমরা বঙ্গীয় মুসলমানের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কোনই সুখ লাভ করিতে পারি না।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আর এক দুরবস্থা তাহাদের দরিদ্রতা। বঙ্গীয় অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্র। নানা কারণে মুসলমানগণ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন। দরিদ্রতাই বঙ্গীয় মুসলমানদের উন্নতির এক বিষম অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল বঙ্গীয় মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা অনধিক পরিমাণ বুঝিতে পারিয়াছে, অনেকেই স্ব-স্ব সন্তান সন্ততিকে ইংরেজী ভাষায়

www.pathagar.com

সুশিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্রতা তাহাদের সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে দিতেছে না। দেখিয়াছি—অনেক মুসলমান যুবক স্বতঃ উচ্চ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু দরিদ্রতা তাহাদের পথের কন্টক স্বরূপ হইয়াছে; এই দরিদ্রতার জন্য কতশত যুবকের বহুদিনের হৃদিক্ষেত্রে পালিত আশালতা ফলবতী হইতে না পারিয়া অকালে বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হায়! যে সকল বঙ্গীয় মুসলমান যুবকের হৃদয়-কানন দরিদ্রতা দাবানলে দগ্ধীভূত হইতেছে, আমাদের সমাজের ধন কুবেরগণ কি তাহার অনুসন্ধান লইয়া থাকেন? দরিদ্র মুসলমানগণের বিদ্যাভ্যাসের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ধনপতিগণ কি তাহাদের অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন? হুগলীর প্রাতঃস্মরণীয় হাজী মহম্মদ মোহসেন মহোদয়ের চির-স্মরণীয় বদান্যতায় মুসলমান ছাত্র-গণকে সরকারী বিদ্যালয় সমূহে প্রায়শঃ নিয়মিত বেতনের এক তৃতীয়াংশ দিতে হয়, আমাদের সমাজের এমনই দুর্ভাগ্য—আমরা এমনই দরিদ্র যে, সেই তৃতীয়াংশ বেতন দিতে না পারিয়া অনেক যুবক উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। উত্তম বন্দোবস্ত না থাকায় ও গৃহবিবাদে এবং অন্যান্য কারণে বঙ্গীয় মুসলমানদের ধনী শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও দরিদ্রতার নিষ্পেষণে মাথা তুলিতে পারিতেছে না। দরিদ্রতার জন্যে যে বঙ্গীয় মুসলমান দিন দিন রসাতলে যাইতেছে তাহা অতি সহজেই দেখা যাইতে পারে। পাঠক! কোনও কোনও নগরের রাজপথে উপস্থিত হইলে কোন্ জাতীয় লোকদিগকে করুণ-স্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিতে শুন? কোন্ জাতীয় লোকদিগকে অনেক সময় চক্ষু বুজিয়া "অন্ধের হাতে একটি পয়সা দিয়ে যা রে বাবা" ইত্যাকার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে শুন? যেমন, বিস্ফোটকের উপরিস্থিত সূক্ষ্ম দাগটি দেখিয়া উহার মধ্যস্থিত সমস্ত অবস্থা চিকিৎসকগণ জানিয়া লন, সেইরূপ সমাজের কোন কোন শ্রেণীর লোকের সংখ্যা দর্শনে সে সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। নিশ্চয় জানা উচিত, যে সমাজে দরিদ্রতার যত প্রভাব সেই সমাজে ভিখারী, চোর এবং দস্যুর সংখ্যা তত অধিক। এই ভিখারীগণ আমাদের সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতেছে; আজকাল নানা কারণে বঙ্গীয় মুসলমান

www.pathagar.com

সমাজে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, কেহ অবস্থার নিপীড়নে—কেহ দাঙ্গা হাঙ্গামায় পলাতক হইয়া, কেহ পরিশ্রম ভয়ে, অনেকে আবার অর্থ লোভে ভিখারীর দল বৃদ্ধি করিতেছে। অর্থলোভে ভিখারী, এ কেমন কথা? আমি বলি ইহা বহুদর্শন-লব্ধ সত্যকথা। সমাজতত্ববিদ বহুদর্শী বিজ্ঞ মেথিয়ু নামক একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থে একজন ভিখারী আত্ম-জীবন চরিত প্রকাশ কালে বলিতেছে*, The money I saw in the hands of beggars made great impression upon me অর্থাৎ ভিক্ষুকদের হাতে আমি যে অর্থ দেখিতে পাইতাম, তাহাতে আমার মন আকৃষ্ট হইত। আমি এদেশে অনেক ভিখারীর সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, অনেক ভিক্ষুকের বার্ষিক আয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রমকারী কেরানীর অপেক্ষা ন্যূন নয়। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ভিক্ষা ব্যবসায়ীগণ এই দরিদ্র সমাজকে শোষণ করিতেছে। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায়েরও বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কতিপয় স্থানের লোকদের বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ দর্শনে আমাদিগকে আনন্দিত হইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক, উক্ত স্থানদ্বয়ের অধিবাসীগণ বহির্ব্বাণিজ্যে যত দূর না হউক কিন্তু অন্তর্ব্বাণিজ্যে যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে একথা শুনিলে কোন মুসলমানের প্রাণে না হর্ষের উদ্রেক হয়? এই স্থানদ্বয়ের অধিবাসীগণের আর্থিক অবস্থাও ভাল, ফলে তাহারা আরোও উন্নতির আশা করিতে পারে। সমুদ্র রত্নাকর—তাহারা সেই সমুদ্রের তীরে বাস করিয়া ধন রত্নলাভে যত্ন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি, সাগর বেষ্টিতা ব্রিটেনিয়া 'যে সমুদ্র-রাজ্ঞী' হইয়াছেন, চিরসূর্য্য বিরাজিত সাম্রাজ্যভোগ করিতেছেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি! কলিকাতায় বোম্বায়ে ও সুরাটি নাখোদাগণ বহির্ব্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত আছেন।

এই বঙ্গীয় মুসলমান লিখিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, আমাকে অধিকাংশে সময় দুঃখের কান্না কাঁদিতে হইবে, বিষাদের ছবি আঁকিতে হইবে, সুখের সঙ্গীত গাইয়া কাহারও শ্রবণানন্দ বিধান করিতে পারিব না, উপরে বঙ্গীয় মুসলমানদের এক

* Vide London labour and London—P. 414 The Statement of beggar.

www.pathagar.com

অঙ্গ কেবল পুরুষদের অবস্থা সাধারণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, সমাজের অপরাঙ্গ স্ত্রীগণের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে কি ?

পাঠক পাঠিকা! যদি বঙ্গীয় মুসলমান বালার মর্ম্ম জ্বালা বুঝিতে চাও, পিঞ্জরা বিহঙ্গনীর হৃদয়ের চিত্র দেখিতে চাও, যদি তাহার জীবনের বিষাদ সঙ্গীত শুনিতে চাও, মূকবালার প্রাণের পোড়ানি অনুমান করিতে চাও, তবে বারেক আমার এ কথায় কর্ণপাত কর। তাহাদের জন্য আমি বিলাপ ও পরিতাপ করি কেন, তাহার অনেক কারণ আছে। বঙ্গীয় মুসলমান ললনাগণের খেদকর অবস্থা দেখিয়া বিলাপ করিব না, তাহাদিগকে দুর্দ্দশা কূপে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া বিলাপ করিব না, সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের অবশতা দেখিয়া বিলাপ করিব না তবে আর আমার বিলাপের বিষয় এ জীবনে কি হইতে পারে? যাহারা সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ—যাহারা সমাজের সুখ দুঃখের প্রস্রবণ, তাহাদের এ শোচনীয় অবস্থা, তাহাদের এতদূর লাঞ্ছনা—ভাবিলে কোন্ নিরেট পাষাণে প্রাণ বিদীর্ণ না হয়? যে স্ত্রীগণ পুরুষ সহকার বৃক্ষে মাধবী-লতা, যে স্ত্রীগণ সংসার মরুভূমে পবিত্র প্রণয় প্রস্রবণ, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সেই স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে কাহার হৃদয় না করুণার্দ্র হয়, কে না অশ্রু বর্ষণ করে। বঙ্গীয় মহিলাবৃন্দের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া তাহাদের জীবনের এ হেন অপব্যবহার দেখিয়া মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে, সেই জন্যে কয়েকটী কথা বলিব—অরণ্যে রোদন করা হইবে কি না—মুসলমান সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিব না কিনা—জানি না। যখন বঙ্গীয় মুসলমান স্ত্রীজাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করি তখন প্রথমেই তাহাদের শিক্ষার কথা মনে পড়ে। সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার এত প্রয়োজন রহিয়াছে যে, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অধিক ভাগে স্ত্রী শিক্ষার উপরে নির্ভর করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত খণ্ডন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে যে কয়েকটী কারণে স্ত্রীশিক্ষা অপরিহার্য্য তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, পিতার অপেক্ষা মাতার দোষ গুণ সন্তানে অধিক পরিমাণ বর্ত্তিয়া থাকে, এবং ঐ সকল দোষ গুণ সন্তানের

www.pathagar.com

সমস্ত জীবনে ক্রিয়া দর্শায়। যদি মাতা বিদুষী হন, তবে সন্তান তাঁহার যে গুণাবলী উত্তরাধিকার করে তাহা সন্তানের পক্ষে বড়ই ফল-প্রদ হইয়া থাকে, অন্যথায় ইহার পরিণাম বড়ই শোচনীয়।

মাতা শিক্ষিতা হইলে সন্তানগণ মাতার নিকটে যে সকল প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে, হয়ত তাহা তাহাদের আজীবন স্মরণ থাকে ও কার্যকরী হয়, অন্যথায় অধিক বয়সে তাহাদের ঐ সকল বিষয় অধিকতর পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

গৃহকার্য্য একজন শিক্ষিত স্ত্রীলোকের দ্বারা যত সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, একজন অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের দ্বারা তদনুরূপ হওয়া একরূপ অসম্ভব।

নিঃসন্তান স্ত্রীলোক যখন নিরাশ্রয় অবস্থায় স্বীয় জীবনোপায় করিতে বাধ্য হয়, তখন সে বিদুষী হইলে সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

স্ত্রীগণ শিক্ষিতা হইলে গৃহ-শিক্ষা (Home Education) তাহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে, একটী শিশু মাতার নিকটে প্রথম ৫ বৎসরে যাহা শিক্ষা করে, তাহার সমস্ত যৌবনকালে ততদূর শিক্ষালাভ করিতে পারে কিনা সন্দেহের বিষয়। যাহারা গৃহ-শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন, তাহারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা বলিয়া এই গৃহ-শিক্ষা একেবারেই হইতেছে না, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে শত শত যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু এ পুস্তকে অন্যান্য অনেক বিষয় আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া সে সকল যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করিব না।

উল্লিখিত যুক্তি কয়েকটীর প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া দেখিলে সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষার অভাব আমাদের সামাজিক উন্নতির পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতাকারে দণ্ডায়মান

www.pathagar.com

হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ আর এখন স্ত্রীজাতির এ অভাব মোচন অমনোযোগী থাকিতে পারে না। বঙ্গীয় সমস্ত মুসলমান ভ্রাতাদের এখন একমন একপ্রাণে সমাজের এ অভাব দূরীকরণে বদ্ধ-পরিকর হওয়া আবশ্যক। সত্য কথা বলিতে কি, স্ত্রীজাতির এই এক প্রধান অভাব মুসলমান সমাজকে অবনতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন না হইলে আমরা কখনও দেশস্থ অন্যান্য সমাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইব না। স্ত্রীজাতির হৃদয় শিক্ষালোকে আলোকিত, সাংসারিক জ্ঞানে জ্ঞান-সম্পূর্ণ করিতে নাই—ইহা মনে করা বিষম ভ্রান্তি। যে স্ত্রীজাতি সমাজের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের সহকারিণী, তাহাদিগকে বিদ্যালোকে বঞ্চিত রাখা কি উচিত?—আমাদেরই স্নেহপাত্রী ভাগিনী ও বাৎসল্যাধার কন্যাগণকে অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত রাখার ইচ্ছা মনে পোষণ করার অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্তি আর কি হইতে পারে—জানি না।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর বাঙ্গালার শাসন বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১০,০০০ মুসলমান স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র ৭ জন বিদ্যা-শিক্ষা করিতেছে, ১০ জন সামান্যরূপ লেখাপড়া জানে।* শতকরা দূরে থাকুক, হাজারের মধ্যে একজন মুসলমান ছাত্রী নাই, কি শোচনীয় অবস্থা! ইংরেজী ভাষা পড়াইতে না পারিলে যে স্ত্রীশিক্ষা হয় না—ইহা মনে করা বাতুলের কার্য্য। স্বজাতীয় ভাষা আরবী কি ফার্সী মাতৃভাষা বাংলা অথবা উর্দ্দু—সুবিধানুসারে ইহার যে ভাষা শিক্ষা দেও, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। আমি এ স্থলে আহ্লাদের সহিত উল্লেখ করিতেছি, পূর্ব্ব বঙ্গের কেন্দ্রস্থল ঢাকা নগরীতে তত্রত্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাহাদের মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সভা হইতে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের চেষ্টার ফল নিরতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে, বঙ্গের নানা জেলার মুসলমান বালিকা-গণ তাহাদের সভায় গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন। সাধারণের সাহায্য পাইলে তাহারা সমাজের মহোপকার সাধন করিতে পারিবেন। আজকাল কোন কোন স্থানে ধনীশ্রেণীর মুসলমান কন্যাগণ বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগ দিতেছেন, এবং কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা

* Vide Bengal Administration Report 1882-83 Page 110

www.pathagar.com

ও প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। যদিও বঙ্গীয় প্রত্যেক ভদ্র মুসলমান পরিবারের কন্যাগণ নামায পরিবার উপযুক্ত আরবী শিক্ষা করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাকে প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

যদিও আমি আজ কালের নব্য ধরনের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী নই, তথাপি স্ত্রীজাতি যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অধিকার সকল লাভ করিতে পারেন ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত স্বত্ব সমূহ তাহারা লাভ করিতে পারেন, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতি যেরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা নিতান্ত শোচনীয়। আরব্য, পারস্য প্রভৃতি মুসলমান জাতির আদিম অধিবাস ভূমিতে স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ সমাদর প্রদর্শিত হয় বঙ্গদেশ তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য দেশে মুসলমান স্ত্রীলোকেরা শাস্ত্র-সিদ্ধ বসনাদি পরিধান করিয়া পদব্রজে কিংবা উষ্ট্র পৃষ্ঠে দিবারাত্রি গমন করিতেছে কোন আপত্তি নাই—এদেশে বিজাতীয় ও বিধর্ম্মীলোকের বাস বলিয়া স্ত্রীলোকদিগকে ততদূর স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের প্রতি সমুচিত সমাদর করা যাইতে পারে না? তাহাদের প্রতি সৎ ব্যবহার করা কি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে? কখনই নয়। বরং মহাগ্রন্থ কোরানশরিফে স্ত্রীলোকের প্রতি সৎ ব্যবহার করিতে বিধাতার বহুল স্পষ্ট আজ্ঞা রহিয়াছে। আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের প্রতি যে বিষম অত্যাচার করিতেছি তাহা মনে করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এ অত্যাচারের কি কোন প্রতিকার নাই? ভগিনীগণ! কবে যে সমাজ তোমাদের প্রতি সৎ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবে, জানি না, তোমাদের অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন সম্বল নাই, তোমরা কতদিন সমাজের এ অত্যাচারে এইরূপ নিপীড়িত হইবে, তোমরা যতই কাঁদিতে থাকিবে তোমাদের সমবেত অশ্রুজল বঙ্গীয় মুসলমান যে অবনতির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহা আরও খরতর করিবে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ! তোমাদিগকে খেলনার ন্যায় ব্যবহার করিতেছি। কাননে যেমন কুসুম ফুটিয়া কাননেই বিশুষ্ক হয় তাহাদের কুসুম-জীবনে

www.pathagar.com

শোধ কিছুই সাধিত হইতে পারে না, তোমাদের অবস্থাও অবিকল সেইরূপ। কত শত গুণের প্রতিমা স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি, দয়ার পুত্তলি অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। কতশত বালিকাগণ পুরুষাপেক্ষা উন্নত প্রাণ লাভ করিয়াও শিক্ষার অভাবে আত্মার বিকাশ করিতে পারিতেছে না। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের মহিলাগণ তাহাদের সরলতা, স্বভাবের কোমলতা—জীবনের পবিত্রতা এবং হৃদয়ের উচ্চতার জন্যে সমাজে কোনই পুরস্কার পাইতেছে না।

বঙ্গীয় মুসলমানদের সমাজের আর কালিমা বহুবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, কেন, কি অবস্থায় শাস্ত্রানুমোদিত—কেহই তাহার অনুসন্ধান লন না, অথচ শাস্ত্রের নাম লইয়া সমাজ-দেহে এ কণ্টক-বৃক্ষ রোপণ করিতেছে। যে দেশের ও সমাজের লোক এত দরিদ্র সে দেশে ও সে সমাজে বহুবিবাহের এত প্রশ্রয়? যাহারা স্বস্ব গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না, তাহারা আবার বহুবিবাহ করিয়া বহুগোষ্ঠী পালন করিতে যায় কিরূপে? যদি কেহ বলেন, যাহারা ধনী তাহারাই বহুবিবাহ করিয়া থকেন, তাহারাই বহু অর্থ দ্বারা বহুপ্রাণ ক্রয় করিতে প্রয়াস পান!! যিনি একথা বলিবেন, তাহার যে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাহা আমি কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

যাহারা সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানেন, তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ধনীদের অপেক্ষা নির্ধনীর মধ্যে বহুবিবাহ অধিকতর প্রচলিত, ধনীগণ প্রায়শঃ ধনীদের কন্যা বিবাহ করিয়া থাকে, এক অরণ্যে দুই সিংহিনীর বাস কখনই সম্ভবনীয় নয়, সুতরাং ধনীগণ অধিকাংশ সময় একস্ত্রী বর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে নির্ধন ব্যক্তি যে দুঃখিনীকে বিবাহ করে, তাহার স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাকে স্বামীর হাতে খেলনার ন্যায় থাকিতে হয়, পিতা-মাতার দিকে চাহিয়া কোন আশ্বাস পায় না, সুতরাং স্বামী তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কেহ বলেন, বহুবিবাহ করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন, কাজেই অর্থশূন্য দরিদ্ররা বহুবিবাহ করিতে পারে না;

www.pathagar.com

এ কথাও সত্য নয়। সত্যই কি বহুবিবাহ করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন? আজ কাল একটা হৃদয়ের মূল্য আর কত? বড় জোর গরম বাজারে একটা ছাগলের হৃদয়ের সমান—নগদ দুই আনার একখানা কাবিন, এবং প্রবঞ্চনামূলক পঞ্চাধিক বিংশ মুদ্রার দেইন মোহর, তাহাতেই বা প্রতারণা কত। বঙ্গীয় মুসলমানগণ এই বহু-বিবাহের বিষময় ফল যে কত প্রকারে ভোগ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? বহু বিবাহ রূপ কুবৃক্ষের কুফল বহুসন্তানোৎপত্তি,* গৃহ বিবাদ, উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা। নিজ সমাজে অনবরত আদালতে যে সকল তালাকের মোকদ্দমা হইতেছে, তাহার তালিকা দেখিলে মুখ লজ্জায় অবনত করিতে হয়। আত্মহত্যা কারিণীদের অনেকেই যে সপত্নীর আক্রোশে এ মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়, তাহা বলা বাহুল্য, বহুবিবাহের বিষময় ফলের দিকে এখন আমাদের দৃষ্টি পড়ে নাই। এদেশে মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নহে। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে যেখানে ১,০০০ পুরুষ বিবাহিত, সেখানে ১,০৩৩ জন স্ত্রীলোক বিবাহিত দৃষ্ট হয়, বিবাহের শতকরা ৪টি বহু বিবাহ হইয়া থাকে। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে বাল্য বিবাহও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, অপক্ক বীজ অসময়ে ক্ষেত্রে রোপণ করিলে যে কারণে শস্যাদি জন্মে না, জন্মিলেও তাহা সতেজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, অবিকল সেই কারণে বাল্য বিবাহ-প্রসূত সন্তান সন্ততি প্রায়শঃ অকালে কাল কবলে পতিত হয়, এমন কি, অনেক স্থলে সন্তান জন্মিতেও দেখা যায় না, অথবা যে বংশ জন্মায় তাহারা স্বস্ব শরীরায়তন দ্বারা 'বেগুন তলে হাট বসিবে' বলিয়া যে একটি কথা আছে, তাহার ভবিষ্যৎ সূচনা করে। মুসলমান সমাজে এই বাল্য বিবাহের জন্য আর একটি বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, যদি কোন যুবক বিদ্যা-শিক্ষায় একটুকু উন্নতিলাভ করে, তখনই তাহাকে বিবাহ-বিষ পান করান হয়, তখনই তাহার মাথায় অসহ্য চিন্তার ভার তুলিয়া দেওয়া হয় তখনই তাহার অজ্ঞান আত্মীয় স্বজন যেন তাহার কণ্ঠে দুঃখের কলসী বান্ধিয়া অপার

* গ্রন্থকার জানে যে কোন একজন মুসলমানের ৪টী স্ত্রীর ২৪ জন সন্তান জন্মিয়া ২০ জন এখনও জীবিত আছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

www.pathagar.com

সংসার সাগরে তাহাকে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হয়. বাল্য বিবাহের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়, ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ১০০ লোকের মধ্যে বিবাহিত মুসলমানদের পুরুষ ৯.৯০ এবং স্ত্রীলোক ৩৮.৫৯ * এই তালিকায় প্রমাণ করিতেছে যে, অল্প বয়স্ক বিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। বাস্তবিক মুসলমান সমাজে স্ত্রী লোকের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ-জনক।

পরিধান, বেশ ভূষা সম্বন্ধে বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে বড়ই একটী দুঃখজনক অবস্থা দৃষ্ট হয়। মফঃস্বলের অধিকাংশ মুসলমান জাতীয় পরিধান ব্যবহার করে না, হিন্দুদের অনুকরণে না সম্পূর্ণ হিন্দুদের ন্যায়, না সম্পূর্ণ মুসলমানদের ন্যায় কিম্ভূত কিমাকার এক প্রকার পোষাক করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে সমস্ত সভ্যজাতি সমূহের প্রধান চিহ্ন "টুপী" ব্যবহার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে, মুসলমান হইয়া তাহারা উলঙ্গশিরে থাকিতে লজ্জাবোধ করে না। জাতীয় বেশ ভূষার প্রতি এইরূপ অনুরাগ শূন্যতা অবশ্যই সমাজের পক্ষে অমঙ্গলের লক্ষণ। তবে সুখের বিষয় এই যে, ধর্ম্ম-পরায়ণ মুসলমানগণ জাতীয় পরিচ্ছদ, বেশ ভূষা এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তাহারা পায়জামা, চাপকান, আছকান প্রভৃতি সুন্দর পরিধান বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। আজ কাল ইউরোপীয় জাতির অনেকেই মুসলমানদের জাতীয় পোষাক পছন্দ করিয়া থাকেন, এ দেশীয় একজন শিক্ষিত হিন্দু যুবক দশ বৎসর ইউরোপ ভ্রমণের পর যখন পাগড়ী, চোগা, আছকান প্রভৃতি পরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন, তখন তাহাকে কোন এক জন হিন্দু ভদ্রলোক তাহার ঐরূপ মুসলমানী ধরনের পোষাক পরিধানের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি উত্তর করেন The dress that mahomedans put on is undoubtedly princely one and has therefore my preference অর্থাৎ মুসলমানদের বাস্তবিকই বাদসাহী (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) পোষাক, সুতরাং আমি উহা পছন্দ করি। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, বঙ্গীয় মুসলমানগণ তাহাদের জাতীয় পোষাক পরিত্যাগ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না।

1. Vide Bengal Administration Report 1882—83

www.pathagar.com

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে ধীরে ধীরে পান-দোষ প্রবেশ করিতেছে। খোলা ভাটীর প্রসাদে উহা সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। এসলাম ধর্ম্ম মতে সুরাপান একেবারে নিষিদ্ধ; যে ব্যক্তি এরূপ মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ন্যায় নিকৃষ্ট জীব এ জগতে আর কিছু নেই। সে মুসলমান নিতান্তই হতভাগ্য, নিতান্তই আসার যে, ইংরাজদের বিজ্ঞান, ইংরাজদের বিদ্যা বুদ্ধির অনুকরণ না করিয়া তাহাদের হ্যাট কোট পরিধান ও সুরাপান প্রভৃতি দোষ সমূহে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

বঙ্গীয় মুসলমানদিগের রাজনৈতিক অবস্থা[১]

যিনি আলোক ও আঁধারের চিত্র কল্পনার চক্ষে দেখিতে পারিয়াছেন, যিনি হর্ষ ও বিষাদের চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি বঙ্গীয় মুসলমানের রাজনৈতিক অবস্থা অনুমান করিতে পারিবেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থার একদিকে আলো, অন্যদিকে আঁধার, একদিকে হর্ষ অন্যদিকে বিষাদ, এক পক্ষে পূর্ণিমা পর পক্ষে অমাবস্যা দেখিয়া বিস্মিত হইবে না।

'কালস্য কুটিলা গতি'—কালের গুণে সব হয়, যে চন্দ্র রাত্রিতে ধরাতল হাসায়, প্রভাতে সে চন্দ্র বিমলিন আভাহীন; রজনীতে যে কুমুদিনী হর্ষ ভরা মুখে নিশি যাপন করে, নিশাবসানে সেই কুমুদিনী বিষাদিনী সাজে। সময়ের গুণে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থার ঠিক ঐরূপ পর্য্যায় পরিলক্ষিত হয়, বঙ্গীয় মুসলমানদের এই রাজনৈতিক আলোকের দৃশ্য পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে এবং অধারের দৃশ্য তাহার পরে। বঙ্গীয় মুসলমানদের অদৃশ্য বর্ত্তিকায় যে আলো জ্বলিতেছে, পলাশীর ভীষণ বাত্যায় যেই তাহা নিবিড় আঁধারে মিশিয়া গেল, সেই নির্ব্বাণ দীপ আর জ্বলিল না, সে আকাশে মুসলমান জাতি রূপ গ্রহটী আর হাসিল না। বঙ্গীয় মুসলমান আজও সে আঁধারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; আজকাল বঙ্গীয় মুসলমানগণ এই আঁধারের মধ্যে রাজনৈতিক জগতে কিরূপে পাদবিক্ষেপ করিতেছে, তাহারই আলোচনা করিব। দুঃখের সময়ে সুখের কথা মনে পড়িলে দুঃখ আরোও বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য যে দিন মুসলমান বঙ্গের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন, সে দিনের রাজনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। আমরা বঙ্গীয় মুসলমানদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বালার্ক যতই পূর্ব্বাসার দ্বার ভেদ করিয়া উপরে উঠে, তরু ছায়া ততই ক্ষীণতর হইতে থাকে, ইংরেজ তপনের প্রতাপ যতই তীক্ষ্ণ হইতে লাগিল, বঙ্গীয় সেই মুসলমান

www.pathagar.com

জাতির ছায়া একটুকু রাজকীয় ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল। বঙ্গীয় মুসলমানগণ পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে কিরূপে তাহাদের রাজকীয় ক্ষমতা হারাইয়াছে, তাহাই এক্ষণে আমাদের দ্রষ্টব্য।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট বঙ্গীয় মুসলমানদের স্মরণীয় দিন। এই দিনে সাহেব আলম বাদসাহ বঙ্গের অদৃষ্টের সহিত বাঙ্গালার দেওয়ানী ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করেন। ইংরেজগণ বাঙ্গালার দেওয়ানী পাইয়াও রাজস্ব বিভাগ মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন, নিপতিত মুসলমানদের সে অধিকারটুকু থাকিবে কেন? লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মুসলমানদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ইউরোপীয় কালেকটারগণকে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়া, মুসলমানদিগকে রাজস্ব-বিভাগ হইতে বিদূরিত করিলেন, পাঠক আরোও শুনিবে, যে দিন বাঙ্গালার ধনাগার মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিল, সে দিন কলিকাতা ভারতের ভাবী রাজধানী হইয়া উঠিল; তিনি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে কাজী ও মুফ্‌তি এবং দেওয়ানদিগকে ইউরোপীয় কালেক-টারদের অধীনস্থ করিলেন; তথাপি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপিল শুনিবার ক্ষমতা কলিকাতাস্থ "সদর দেওয়ানী" ও "সদর নিজামত" আদালতে মুসলমান বিচারকদের হাতেই থাকিল; মুসলমানদের আইন কানুনই দেশের আইন বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় কাজি মুফ্‌তিদের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইল, কাজী মুফ্‌তিদের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার আরো একটি রহস্য-জনক কথা আমাকে এস্থলে নিতান্ত দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল। কলিকাতা কোর্টে যে সকল শ্বেতকায় বিচারক বসিতেন, সুপ্রিম কোর্টে তৎকালে বিলাত হইতে যে সকল ইংরেজ বিচারকগণ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া এদেশে আসিতেন, তাহারা কাজী মুফতিদের নিষ্পত্তি ইংলণ্ডীয় আইনের সহিত না মিলিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার (আবদ্ধ) করিতে কুন্ঠিত হইত না, অনেক মুসলমান কাজী মুফ্‌তী সাহেব স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিয়া সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বাস্তবিক লর্ড কর্ণওয়া-লিসের সময় কাজী মুফতিদের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া পড়ে, এমন কি কেবল ফৌজদারী বিভাগে দারোগা এবং দেওয়ানী বিভাগে

www.pathagar.com

মুন্সেফগণ মাত্র মুসলমান সমাজ হইতে নিযুক্ত হইত। দেশীয় দারোগার মাসিক বেতন ২৫৲ ছিল, মুন্সেফগণের বেতন নির্দ্ধারিত ছিল না, তাহারা মাত্র কমিশন পাইতেন, অথচ তাহাদের সমশ্রেণীস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর বেতন ৫০০৲ টাকার ন্যূন ছিল না। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে আর একটী দুঃখজনক পরিবর্ত্তন ঘটিল, ফার্সী ভাষাকে রাজকীয় ভাষার উচ্চাসন হইতে অবনমিত হইতে হইল, সুতরাং লোকের ফার্সী শিক্ষার আগ্রহের মূলে কুঠারাঘাত হইল। আবার ১৮৩১ খৃঃ অব্দে লর্ড বেন্টিক এক কমিশন বসাইয়া যাহাতে আরবী কি সংস্কৃতের অপেক্ষা কেবল ইংরেজী ভাষা এদেশে অধিকতর প্রচলিত হয়, তাহার মন্তব্য বাহির করিলেন। এই সকল পরিবর্ত্তনের পরেও যতদিন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এদেশের শাসনভার ছিল, ততদিন মুসলমানদের রাজকার্য্য লাভের পথ যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। কোম্পানীর রাজত্ব লোপের সহিত এদেশে মুসলমানদের রাজকার্য্যে অধিকার বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করে। সেই হইতে আমিন, সদর আমিন, মুন্সেফ, সদর আলা, মীর, মুন্সী প্রভৃতি মুসলমান কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব পদ হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলেন। এইরূপে বঙ্গীয় মুসলমানদের গত শত বৎসরের রাজকীয় অধিকার বিশ্লেষণের ইতিহাস সমাপ্ত হইল।

এখন বর্ত্তমান, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিরাশাপূর্ণ। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাণ একতা, একতার ভিত্তি আবার সহানুভূতি। দুর্ভাগা বঙ্গীয় মুসলমান রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবে কিরূপে? তাহাদের মধ্যে একতা সংস্থাপনের আশাই বা কোথায়? যে "ভাই ভাই মিল চাই" এরূপ মুখ্যনীতি অবলম্বন করিয়া মুসলমান জাতি অতি অল্প সময়ে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, যাহাদের নিকট হইতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক সময়ে ভ্রাতৃভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শিক্ষা করিত, যাদের ভ্রাতৃভাবজনিত সঞ্চিত শক্তির ভয়ে সমস্ত ইউরোপ এক দিন সশঙ্কিত থাকিত, যে ভ্রাতৃবন্ধন বলে মোস্লেম বৈজয়ন্তী এক সময়ে এসিয়া-ভূমে চীনের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, আফ্রিকার মেসরের পিরামিড চূড়ে বায়ুভরে হেলিয়া দুলিয়া, ইউরোপ খণ্ডে স্পেইন পদদলিত করিয়া

www.pathagar.com

আটলান্টিক মহাসাগরের সুনীল বক্ষে শোভা পাইত ; হায় ! কি দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আধুনিক মুসলমানগণ সেই "ভাই ভাই মিল চাই" মহামন্ত্র ভুলিয়া গিয়া এখন "ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই" রূপ কুনীতি অবলম্বন করিতেছে। যে দিন হইতে মুসলমান জাতি "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" রূপ কুনীতি পরিগ্রহ করিল, সেই দিন হইতে তাহাদের উন্নতি স্রোতে ভাটা লাগিল—তৎকাল পরিচিত সমস্ত ভূভাগের মুসলমানগণ কর্তৃক মনোনীত ও মুসলমানদের একতার কেন্দ্রস্থল ও আরবের খলিফার সিংহাসন বিভক্ত হইয়া একভাগ ডামাস্কস এবং অন্যভাগ স্পেইনে স্থাপিত হইল, আসিয়াভূমে পারস্য, তাতার, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, হিন্দুস্থান, মালয়, চীন প্রভৃতি—অফ্রিকা খণ্ডে মিসর, আবেসিনিয়া প্রভৃতি—এবং ইউরোপভূমে স্পেইন, তুরুস্ক প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যগুলি স্ব স্ব প্রধান হইয়া মুসলমান জাতির একতা রজ্জু ছিন্ন করিল, আবার এই অনৈক্যরূপ মহাব্যাধি মুসলমান জাতির জীবনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংক্রামিত হইয়া উঠিল ! দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুস্থানে এই মহারোগ উপস্থিত হইল, দিল্লীর একমাত্র মুসলমান বাদসাহের কীরিট শোভা বঙ্গ, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রোজ্জ্বল রত্নরাজী যেন প্রথমতঃ স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তস্করের হাতে নিপতিত, তৎপর ইউরোপীয় জাতির হস্তগত হইয়া এদেশে মুসলমান জাতির রাজনৈতিক উন্নতির পরিণাম ডাকিয়া আনিল। তাই বলিতেছিলাম "ভাই-ভাই ঠাঁই ঠাঁই" নীতিই মুসলমান জাতির সর্ব্বনাশের মূল। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, একতারূপ মহামন্ত্র তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে, তাহাদের রাজনৈতিক জীবন মৃতবৎ, বঙ্গীয় মুসলমান জাতির রাজনৈতিক জীবনে যেন চেতনা নাই, দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমান জাতির অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না। দেশের বক্ষে মহা রাজনৈতিক আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অথচ মুসলমানগণ নীরব। এখন কি নীরব থাকিবার সময় ? এখন কি কচুপত্রের ন্যায় পরকীয় ইচ্ছারূপ বায়ুভরে এদিক ওদিক সঞ্চালিত হইবার সময় ? আমরা তো দেখিতেছি ভারতীয় প্রত্যেক জাতি ইংরেজদের নিকট হইতে স্ব স্ব অধিকার

www.pathagar.com

লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, অন্যান্য জাতির রাজনৈতিক আন্দোলনের ভীমরোল ভারতীয় গগন বিদীর্ণ করিয়া ইংলণ্ডভূমে উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু মুসলমান জাতির যথার্থ দাবী দাওয়া অনাদৃত হওয়া স্বত্বেও মুসলমানগণ কোনই উচ্চ বাচ্য করিতেছে না। এদেশের বর্ত্তমান অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত মুসলমান জাতির স্বার্থ সংসৃষ্ট রহিয়াছে, ঐ সকল আন্দোলনের পরিণাম ফলের উপরে মুসলমানগণের ইষ্টানিষ্ট অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ সময় যদি মুসলমানগণ তাহাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে সচেষ্ট না হন, যদি তাহারা জাতীয় লাভালাভের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন তবে আমি বলিতে পারি, ভারতের ভবিষ্যত ইতিহাসে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব কখনই থাকিবে না, অতএব এদেশীয় মুসলমানগণের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পদক্ষেপ করা উচিত।

১। এদেশে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস, এবং তাহাদের সামাজিক অবস্থাও বিভিন্ন, বঙ্গীয় মুসলমানদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, এদেশের কোন কোন সমুন্নত জাতির অবস্থার অনুকূল আইন কানুন অনেক সময় মুসলমানদের বর্ত্তমান অবনত অবস্থার পক্ষে প্রতিকূল হইতে পারে, কোন কোন জাতীয় লোকের পক্ষে যে শাসনপ্রণালী মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, মুসলমানদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা নিতান্ত অমঙ্গলের কারণস্বরূপ হইতে পারে, অতএব ইংরেজ পুরুষগণ এদেশ শাসন সম্বন্ধে যে কোন বিধি প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, মুসলমানদের তদসম্বন্ধে প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তাহারা সেই বিধি হইতে কিরূপ ফলাফল লাভ করিতে পারিবে, তাহা স্বাধীনভাবে জ্ঞাপন করেন।

২। ধর্ম্ম মুসলমান জাতির বড় আদরের ধন, ধর্ম্মের বন্ধনই মুসলমান জাতিকে একতা শৃঙ্খলে সম্বদ্ধ রাখিতেছে, ধর্ম্মের বন্ধনী যতই শিথিল হইবে, মুসলমান জাতির জীবন তরণী ততই অপার দুঃখ জলধির অতল তলে নিমজ্জনোন্মুখ হইবে। অতএব এ দেশের কোন রাজনৈতিক আন্দোলন যাহাতে মুসলমানদের ধর্ম্ম কর্ম্মে আক্রমণ

www.pathagar.com

করে, কোন রাজ বিধিতে যাহাতে মুসলমানদের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করে, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৩। দেখা গিয়াছে, কতকগুলি লোক বিদ্যা বুদ্ধিতে ততদূর উপযুক্ত না হইয়াও একটা নাম করিবার উদ্দেশ্যে সমাজের হিতাহিত প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সকল লোকদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার পুর্ব্বে তাহারা প্রকৃত সমাজ হিতৈষী কিনা এবং সমাজের অগ্রণীয় হইবার গুণ আছে কিনা ও তাহাদের মতের কোন মূল্য আছে কিনা, তাহা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

৪। আমরা মুসলমান জাতি ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকটে অধীনতা স্বীকার করিয়াছি—তরবারি ছাড়িয়াছি, আমাদের বর্ত্তমান অবনত অবস্থায় তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, ইংরেজ ও মুসলমানে সম্মিলনের পথ সুপ্রশস্ত হইয়া রহিয়াছে। রোমের মহামান্য সোলতানের সাম্রাজ্য ইউরোপীয় ও আসিয়িক তুরস্ক এই দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যেন ইউরোপ ও আসিয়া এই মহাভূ-ভাগদ্বয়ের সম্মিলনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে—যেন খৃষ্টান ও মুসলমান এই দুই মহাজাতিকে সম্মিলনের মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। জাতিভেদ শূন্য একেশ্বরবাদী ইংরেজ ও মুসলমানে সম্মিলনে বাধা অতি অল্প, এই সকল বিবেচনা করিয়া মুসলমানগণের সহিত যাহাতে ইংরেজদের দিন দিন বন্ধুতা বৃদ্ধি পায়, তাহারা তাজ্জন্যে যেন চেষ্টা করে, ইংরেজদের বীরতা, ধীরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সৎগুণগুলি শিক্ষা করিতে যত্ন করে।

৫। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতিই প্রধান, এই দুই জাতির উন্নতির ও অবনতির উপরে এদেশে মঙ্গলামঙ্গল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, ফলতঃ হিন্দু মুসলমানে অসম্মিলন কাহারও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমরা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু ও মুসলমানে যে ভাব দেখিতেছি, তাহাকে সম্মিলনের ভাব বলা যায় না। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে যে চক্ষে দেখেন, তাহাকে সম্মিলনের ভাব বলিতে ইচ্ছা হয় না। হিন্দুগণ মুসলমান-

www.pathagar.com

দিগের প্রতি অবিরত ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে, পাতিনেড়ে, তুরক প্রভৃতি গালি বর্ষণ করিতে থাকেন। মুসলমানগণ যদি হনুদ, কাফের, মালাউন, মরদুদ প্রভৃতি শব্দে তদুত্তর দেন, হিন্দুগণ যদি মিউনিসি-পালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডে কর্তৃত্ব পাইয়া মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, মুসলমানদের আহার্য্য দ্রব্যের বিরুদ্ধে বাইল (উপবিধি) করিতে প্রস্তুত হন। পক্ষান্তে মুসলমানগণ যদি সেই মিউনিসিপালিটী ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডের ভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে অগ্রসর হয়, তবে হিন্দু মুসলমানে বর্ত্তমান সময়ে সম্মিলন আছে বলিয়া কোন্ মুখে প্রকাশ করিব?

সরলতা ও মমতা না থাকিলে একতা হইতে পারে না, হিন্দু ও মুসলমান যতদিন পরস্পর পরস্পরের প্রতি সরলভাবে সমবেদনা প্রকাশ করিতে না শিখিবে, ততদিন এ উভয় জাতির মধ্যে সম্মিলনের আশা সুদূর পরাহত। যাহারা এ দেশের রাজকার্য্যের সকল বিভাগে প্রতি-যোগিতা পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়া ইংরেজী শিক্ষার অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎ-পদ মুসলমানদিগকে রাজদ্বার হইতে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের সরলতায় সন্দেহ করা কি মুসলমানদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়? এ দেশের শাসন বিভাগে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে শিক্ষা-দানার্থে মুসলমানদের বর্ত্তমান অবনত অবস্থায় তাহাদের পক্ষ হইতে অনেক লোক অথবা কেহই নির্ব্বাচিত হইবে না, ইহা জানিয়া শুনিয়াও যাহারা নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন করিতে প্রাণপণ করিতেছে, তাহাদের সরলতায় মুসলমানগণ কেন না সন্দেহ করিবে? মুসলমানদের দুরবস্থা দর্শনে ইংরেজগণ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, ইহাতে যাহারা আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, তাহারা কি সরলতার পরিচয় দিতে পারেন? যদি একই পরিবারের মধ্যে সবল ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বলের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, যদি সুস্থ ব্যক্তির অপেক্ষা রুগ্নের আহার্য্যের বন্দোবস্ত করা পরিবারাধ্যক্ষের মুখ্য কর্ত্তব্য হয়, তবে অবনত ও দুর্ভাগ্য ব্যাধি পীড়িত মুসলমানদের প্রতি একটুকু অনুগ্রহ করা কি রাজার কর্ত্তব্য নয়? তৎপর সেই পরিবারের অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তিরা যদি রুগ্নের উপযুক্ত

www.pathagar.com

সেবা শুশ্রূষা হইতেছে বলিয়া ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হয়, তবে তাহাদের অপেক্ষা স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রাশয় এ সংসারে আর কেহ হইতে পারে? তাহারা ঐরূপ রোগাক্রান্ত না হইলে যেমন রোগীর সেবা শুশ্রূষার আবশ্যকতা বুঝিতে এবং তাহাদের ঈর্ষারও শান্তি হইতে পারে না, সেইরূপ যাহারা মুসলমানদের প্রতি রাজপুরুষদের একটুকু অনুগ্রহ দর্শনে বিরক্ত আছেন, তাহারা মুসলমানদের ন্যায় শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত না হইলে ঐরূপ অনুগ্রহের আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন না। যাহারা হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনের পক্ষপাতী, তাহাদের কি আর একটী কথা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য নয়? তাহারা জানেন যে, সমান অবস্থাপন্ন না হইলে হিন্দু-মুসলমানে প্রকৃত মিল হইবে না, বলী ও বামনে মিল হওয়া অস্বাভাবিক, অতএব ইংরেজ পুরুষগণ মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ একটুকু উন্নত অবস্থায় সংস্থাপিত করিলে, হিন্দু মুসলমানে তো সহজেই সম্মিলন হইতে পারিবে, প্রকৃত সম্মিলনের ইচ্ছা থাকিলে তাহাদেরও কর্ত্তব্য যে, ইংরেজদের ন্যায় তাহারাও মুসলমানদের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করে, যদি সেরূপ চেষ্টা না করিয়া ইংরেজদের অনুগ্রহের প্রতিবাদ করে, তবে তাহাতে তাহাদের কেবল অসরলতা ও নির্ম্মমতা মাত্র প্রকাশ পায়। সংক্ষেপে বলিতে যতদিন তাহারা মুসলমানদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে তাহা-দিগকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর না হইবে, ততদিন হিন্দু মুসলমানে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন অসম্ভব। সুতরাং দেশীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের হিন্দুদের সহিত যোগদানের পূর্ব্বে তাহাদের সরলতা ও সহানুভূতির পরিমাণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। হিন্দু-মুসলমানে প্রকৃত সম্মিলন সংস্থানের ইচ্ছা থাকিলে কেবল কথায় সে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কিছু হইবে না, কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে হইবে।

আগুন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় না; হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান বিরোধানল বাক্যাবরণে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। অগ্রে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সভা সমিতি ডাকিয়া স্নেহ দয়া, মায়া প্রভৃতি রস সংযোগে জাতীয় হৃদয় কর্ষণ করত সহানু-ভূতির বীজ রোপণ করিলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহা হইতে জাতীয়

www.pathagar.com

সম্মিলন রূপ এক অপূর্ব্ব মহাবৃক্ষ সমুৎপন্ন হইয়া ভারতবর্ষ আচ্ছাদিত ও সুশীতল করিতে থাকিবে।

৬। রাজনৈতিক মত গঠন ও প্রকাশ সম্বন্ধে সংবাদপত্র বড়ই এক প্রধান সহায়। দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে আশানুরূপ সংবাদপত্রের প্রচলন হইতেছে না। অতএব আমাদের সমাজে যাহাতে অধিক সংখ্যক সংবাদপত্র প্রচারিত হয় এবং ঐ সকল সংবাদপত্র উপযুক্ত লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তদ্‌বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

৭। দেশীয় সভা সমিতি অনেক সময়ে সাধারণ মতের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে, সভা সমিতি দ্বারা অনেক সময়ে অনেক কাজ সাধিত হইতে পারে। অতএব মুসলমানগণের প্রত্যেক জেলা ও মহকুমাতে এক একটী সভা স্থাপন করিয়া এই সকল সভার মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ রাখা উচিত যে, তদ্দ্বারা দেশের এক প্রান্তের মুসলমানগণ অন্য প্রান্তবাসী মুসলমানদের অবস্থা পরিজ্ঞাত থাকিতে পারেন এবং আপদ বিপদে পরস্পরের সহায়তা করিতে সক্ষম হন।

৮। নিজের শক্তির উপরে দাঁড়াইতে না পারিলে মানুষের মনে স্থৈর্য্য ও সুখ হয় না, সাধারণতঃ লোকে বলে "বলং বলং বাহু বলং—নচঃ অন্য বলং নাস্তি"। অতএব এ দেশের অন্যান্য জাতীয় লোকেরা যেমন আত্মক্ষমতা লাভ করিতে স্বীয় বলের উপরে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছে, মুসলমানদেরও সেইরূপ জাতীয় জীবন তরুমূলে নিরন্তর একতা রস সিঞ্চন করত ক্রমশঃ উহা বিবর্দ্ধিত ও সুদৃঢ় করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

বঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা

এসলাম ধর্ম্ম যে এক মাত্র সনাতন পবিত্র ধর্ম্ম, এ গ্রন্থে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। মুসলমান ধর্ম্ম শুধু তরবারির বলে কিম্বা অন্য কোন অলৌকিক ঐশ্বরিক গুণে পূর্ব্বদিকে চীন পশ্চিমে স্পেইন পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল, আজ আমরা সে প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না। সকল সময় একরূপ থাকে না, সর্ব্বদা চন্দ্র আকাশে হাসে না, সদা বসন্ত কোথাও দেখা যায় না। পৃথিবীতে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, পরিবর্ত্তনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমান জাতিকে বিচলিত করিয়াছে, পরিবর্ত্তনের তরঙ্গাঘাতে এ দেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনতরণী ডুবিয়াছে, এই তরঙ্গে বঙ্গ দেশীয় মুসলমানদিগকে চিরতরে অপার দুঃখ সাগরে ভাসমান করিয়াছে, মুসলমান রাজত্বের বিলোপের সহিত এসলাম ধর্ম্ম যে ভয়ানক আঘাত পাইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে পঞ্চশত বৎসর মুসলমান ধর্ম্ম পৌত্তলিকতার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিতেছিল, বক্তে ইয়ার খিলজির বাঙ্গালা দেশে আগমনের পূর্ব্বেও এদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছিল কিনা, এই দীর্ঘকালের ধর্ম্মের ইতিহাস লইয়া আমরা বৃথা তর্ক বির্তকে প্রবৃত্ত হইব না। রাজকীয় বিপ্লবের সহিত এদেশে মুসলমান ধর্ম্মে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে সকল কুসংস্কার লব্ধ প্রবেশ হইয়াছে, তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। রাজার পতনের সহিত রাজ ধর্ম্মেরও যে অবনতি বা তিরোভাব ঘটে, তাহা সর্ব্বকালে সকল দেশের ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে, অশোক প্রভৃতি রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শোভা পাইত, বৌদ্ধ রাজাদের অবনতির সহিত সে ধর্ম্মের কিরূপ অবনতি—এমন কি তিরোভাব ঘটিয়াছে, এলিজাবেথের মৃত্যুর পর প্রোটেষ্টান্টগণ (খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও) মেরীর হস্তে কিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইংরেজ জাতির ইতিহাস জগতে চিরদিন তাহা ঘোষণা করিবে, সুতরাং, বঙ্গ-

www.pathagar.com

দেশে মুসলমান শাসন বিলোপের সহিত মুসলমান ধর্ম্মের যে অবনতি ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অষ্টাদশ শতাব্দী বঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মের কি এক সময়। আমার এ সময়কে ইউরোপের অন্ধকার যুগের (Dark age) সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। পাঠক! দেখুন এ সময়ে ধর্ম্ম বিদ্যা আরবী ফার্সীর সমাদর হ্রাস হইয়া পড়িল, কাজী মুফতির ধর্ম্ম শাসন শিথিল হইল, বঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্ম্মাকাশে ঘোর অন্ধকার দেখা দিল, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম হইতে লাগিল। কত শত কুসংস্কার, কত প্রকার পৌত্তলিকা মুসলমান ধর্ম্মে প্রবেশ করিল, মুসলমান পূজা করিতে শিখিল "মাদার ঝাণ্ডা". "পাঁচ পীরের সিন্নি" মুসলমান সমাজে লব্ধপ্রবেশ হইল, মুসলমান ঢাক:ঢোল বাজাইয়া মহা সমারোহে "গাজীর ধামাইল" প্রভৃতি সুসম্পন্ন করিতে লাগিল। দরিদ্র মুসলমানগণ সিন্নি, ফতেহা, শীতলার পূজা প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের কল্পিত উপদেবতা সন্তুষ্ট করিতে লাগিল, ধনী মুসলমানগণ* বহু অর্থ ব্যয়ে মহাসমারোহে মেষ মহিষাদি বলিদান করিয়া কালী পূজা, দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে এ সকল ক্রিয়া কাণ্ড এতই লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, মুসলমানগণ এ সকল কার্য্যে এতই অশক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা মুসলমান ধর্ম্মে প্রকৃত সত্য সমূহের কথা আর শুনিতে ভাল বাসিত না, মুসলমান ধর্ম্মের শাসন তাহারা তৃণবৎ বলিয়াও গণ্য করিত না, কোন গ্রামে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ কোন মৌলবী আসিলে তাঁহাকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে হইত। শুনিয়াছি পূর্ব্ব বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর অর্থাৎ ঢাকাতে পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন মৌলবী আসিলে কুসংস্কারাপন্ন নবাব সাহেবেরা তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া সত্বর এই বলিয়া বিদায় করিতেন যে, লোকদের মধ্যে যাহার যে ইচ্ছা করিতেছে করুক উহাদের ক্রিয়া কাণ্ডে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ সকল বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ নবাবগণ যে সকল কুসংস্কার কদাচারে লিপ্ত হইত, তাহা শুনিলে মুসলমান মাত্রের প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগে। এ

* গ্রন্থকার বিশেষ রূপে অবগত আছে যে, পাবনা জেলার কোন বিখ্যাত জমিদার একবার দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

সময়ে অনেক লোক ধর্ম্মগুরু সাজিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথও বেশ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সমাজে এই সকল লোক 'সা-সাহেব' 'পীর-সাহেব' 'গাজী সাহেব' ও 'দরবেশ সাহেব' প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর উপাধিতে বিভূষিত হইত। আজিও বাঙ্গালার নানাস্থানে ভ্রমণ করিলে যে সকল সা সাহেব ও পীর সাহেবের গোরস্থান দৃষ্ট হয়, যাহাদের সমাধিক্ষেত্রে আজিও গ্রাম্যাঞ্চলের লোকেরা সিন্নি, ফতেহা ও ভেট দিয়া থাকে, সেই সকল ভণ্ড তপস্বীগণ এই সময়ের মুসলমান ধর্ম্মের পথ প্রদর্শক ছিল। কোন সংস্কার সমাজে একবার বদ্ধমূল হইলে, তাহার তিরোভাবের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের হৃদয়ে অধিকার করিয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা কোন সংস্কার সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না, পূর্ব্বোল্লিখিত কুসংস্কার পৌত্তলিকতা প্রভৃতি যে মুসলমান সমাজের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই—বর্ত্তমান সময়ে গোঁড়া মুসলমানদের স্ত্রীলোকদিগকে এমন কি, নানাবিধ তিরস্কার সহ্য করিয়াও পূর্ব্বোক্ত কোন কোন পৌত্তলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়।

বাস্তবিক এ সময়ে মুসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত সত্য সকল সমাজ হইতে অন্তর্হিত সত্যাসত্য জ্ঞান সমাজ হইতে বিলুপ্ত, লোকের প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন তিরোহিত, এবং ঘোর অন্ধকার সমাজের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। সকল সমাজেরই এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় ধর্ম্ম প্রচারক বীরগণ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাই সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এ সময়ে কয়েক জন ধর্ম্মবীর দেখা দিলেন; মৌলবী মহম্মদ হোসেন ওরফে তিতুমিয়া সমাজের এইরূপ দুরবস্থা ও ধর্ম্মের এতাদৃশ অবমাননা দেখিয়া, দুঃখসন্তপ্তপ্রাণে রাজশাহী* হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু বুদ্ধির দোষে দীর্ঘকাল পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার-ব্রত পালন করিতে পারিলেন না। টঁকের গাজী সৈয়দ আহম্মদ সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশে আসিয়া ধর্ম্ম সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

তৎপর মৌলবী মহম্মদ আলি সাহেব আসিয়া এদেশে ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, লক্ষ্ণৌ হইতে মৌলবী বিলায়েত আলী সাহেবও বঙ্গে

* স্যার উইলিয়াম হান্টার প্রণীত 'ইণ্ডিয়ান' মুসলমান গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্কারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। এই সময়ে বঙ্গীয় সংস্কৃত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উঠেন, যথা—'আদমরফা' ও 'রফাদেন', এক সম্প্রদায়ের নেতা মৌলবী জয়নাল আবেদিন সাহেব। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এদেশের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়, ইহারা 'দস্ত ভাইয়া' অথবা 'দুদুমিয়াঁর জামাত' নামে অভিহিত। 'দুদুমিয়াঁ সাহেব এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন করাতে উহা তাঁহার নামে সাধারণতঃ কথিত হয়, দুদুমিয়াঁ সাহেবের পিতা হাজী সরিয়ৎ উল্লাহ্ সাহেব 'আদম রফা' সম্প্রদায়ের সমর্থক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, এমন কি, তাঁহারই পরিশ্রমে উক্ত সম্প্রদায় এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

যে কয়েকটী কারণে বঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্ম্ম জীবন দিন দিন নিতান্ত অপবিত্র হইয়া পড়িতেছে, তদপ্রতি প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

১। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল আরবী ও ফারসী ভাষাতে লিখিত, বঙ্গীয় মুসলমানগণের অধিকাংশের উক্ত ভাষাদ্বয়ে অধিকার না থাকাতে, ইসলাম ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সমাজে আশানুরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলাম ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রচারিত হইলে যে সকল মুসলমান ইসলাম তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহাদের বিশেষ উপকার সাধিত হইত এবং তাহাদের ধর্ম্মজীবন সমুন্নত হইয়া উঠিত।

২। ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হয় যে, যাহারা ঐ গ্রন্থ পড়িবেন তাহাদের সকলেই যে লেখা পড়ায় সুশিক্ষিত ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইবেন এরূপ নয়, ধর্ম্মধনে বিদ্বান্ ও মূর্খের সমান অধিকার, দয়াময় বিধাতার প্রতি ধনী, নির্ধন, বিদ্বান্ ও মূর্খের প্রাণ সমভাবে ধাবিত হয়; অতএব ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইলে তাহার ভাষা যাহাতে সরল ও কোমল হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

www.pathagar.com

এ দেশে নানাবিধ ধর্ম্ম-প্রণালী বিদ্যমান আছে। খৃষ্টান ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণ অনবরত তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন; বড়ই আক্ষেপের বিষয়, মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এমন কি, প্রকৃত প্রচারক ২/১ জন ভিন্ন আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে ধর্ম্মের প্রচারক সংখ্যা যত অধিক, সে ধর্ম্ম তত বিস্তৃত হইয়া থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইসলাম ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বগুলি সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলে, মুসলমান ধর্ম্ম খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম, কিম্বা অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষা শতগুণে অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইতে পারে। মুসলমান ধর্ম্মের প্রধানতঃ ১—খৃষ্টান; ২—হিন্দু এবং ৩—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। রাজ-কোষের রাশি রাশি মুদ্রা দ্বারা প্রতিপালিত খৃষ্টান মিশনারীগণ (খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকগণ) বহুকাল যাবৎ "বিলাতি কাপড় ভাল, জুতা ভাল, বিলাতি জিনিষ মাত্রই ভাল, তবে কি বিলাতি ধর্ম্মটা (খৃষ্টান ধর্ম্ম) ভাল নয়?" ইত্যাকার নানাবিধ কৌশল জাল বিস্তার করিয়াও একজন মুসলমানকে খৃষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিতেছেন না, অথচ বঙ্গদেশের অবনত নিপতিত মুসলমান সমাজের কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীর নানা ভূভাগে কোটী কোটী মুসলমান অধিবাসিদের মধ্যে কোথাও তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায় বর্ত্তমান না থাকা সত্বেও এসলামের পবিত্র আলোকে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসর কত কত খৃষ্টান মাসিক শত শত টাকা বেতনের অতীব উচ্চ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এমন কি—মানুষ যত প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, অকাতরে তাহা সহ্য করিয়া প্রসন্ন মনে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। আমরা হতভাগাগণ আমাদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কিছুই করিতেছি না, কিন্তু খোদাতালা তাঁহার কার্য্য করিতেছে, সত্যের আলো প্রকাশিত হইতেছে। পাঠক! বিস্মিত হইও না, ঐ শুন ইংল্যাণ্ড ভূমে লিভারপুল নগরে প্রায় অর্দ্ধ শত ইংরেজ খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র এসলামের ক্রোড়ে স্থান লইয়াছেন, বহুদিন পূর্ব্বে আমাদের ভারত রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়ার বাসস্থান লণ্ডন নগরে মুসলমানদের ধর্ম শালা মসজেদ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকার ইউনিটেরিয়ানগণ (যাহারা খোদাতালাকে এক জানে)

www.pathagar.com

খৃষ্টানদের "পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা" এই ত্রি-নীতি পৌত্তলিকতাপূর্ণ বুঝিয়া মুসলমান ধর্ম্মের অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ "খোদাতালা এক" এই মতেই যশ ঘোষণা করিতেছেন। পাঠক ! আরোও শুনুন, পৃথিবীর মধ্যে আয়তনে সর্ব্ব প্রধান সাম্রাজ্য রুশিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরে অতীব প্রকাণ্ড মনোরম মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছে, গেল কার্লা ল, কুইলিয়াম, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এসলামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে লেখনী চালনা করিতেছেন, এই সকল ঘটনার সমালোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি জন্মে যে, অধুনা রাজনৈতিক জগতে মুসলমানের ক্ষমতা খর্ব্বীকৃত হইলেও ধর্ম্ম জগতে উহা কোন অংশেই হ্রাস হয় নাই, বরং স্থির ধীর ও মন্থর গতিতে উহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জগতের ইতিহাস শত শত ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছে যে, এসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা স্থলে প্রথমোক্তের জয় অনিবার্য্য।

তৎপর হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে উপস্থিত সমর যতদিন চলিবে, ততদিন হিন্দু ধর্ম্মের আর মুসলমান ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অবকাশ হইবে না, বিশেষতঃ প্রায় ৭ শত বৎসরাবধি মুসলমান ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের উহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম এসলাম সূর্য্যের এক কণামাত্র। সত্য বটে রাজা রামমোহন রায় (যিনি মুসলমান সমাজে মওলানা রামমোহন নামে অধিকতর পরিচিত) তিনি আরবী ফার্সী শিক্ষা বলে মুসলমান ধর্ম হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্মের সূত্রপাত করেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ধর্ম্মবীর প্রেরিত পুরুষ খৃষ্টানদের "পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা" এই কুসংস্কার প্লাবিত ইউরোপ এবং অসংখ্য দেবোপাসন পূর্ণ পৌত্তলিকতার বিলাস ভূমি এসিয়ার অবস্থা দর্শনে ব্যথিত প্রাণে জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন, অথবা যে পবিত্রগ্রন্থে অদ্বৈতবাদ ও সাম্যনীতি অলৌকিক যুক্তির সহিত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ব্রাহ্মগণ সেই মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ রছুলোল্লা আলায়হেস সালাম কিম্বা সেই মহা-কুরান শরিফের প্রতি কর্তব্য পালন করিতেছেন না, সত্য বটে ব্রাহ্মগণ মুসলমান ধর্ম্ম হইতে আংশিক সার ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ এসলাম

www.pathagar.com

তত্ত্ব গ্রহণ করিতে এখনও তাহাদের অনেক বিলম্ব আছে। তাই একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মগণ আংশিক মুসলমান, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম এদেশে অন্যান্য ধর্মের সহিত বিরোধ যে পরিমাণ জয়যুক্ত হইবে, মুসলমানদের তাহাতে আংশিক লাভ হইবে।" ভারতে মুসলমান ধর্ম্মরূপ তরু হইতে কবীর পন্থী, নানক পন্থী প্রভৃতি যে সকল শাখা বাহির হইয়াছে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম তাহারই অন্যতম শাখামাত্র। সুতরাং মূল বৃক্ষ ও শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিলে কোনটী জয়যুক্ত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায় যে, একদিন যে এসলাম জ্যোতির আভাস লইয়া বঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের সূত্রপাত হইয়াছিল, আজ বঙ্গীয় মুসলমানের এমনই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, বঙ্গীয় মুসলমান তাহাদের জাতীয় বিদ্যা আরবী ফার্সীতে এমনই গণ্ডমূর্খ—নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে এমনই অজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের কেহ কেহ নাকি ব্রাহ্ম মত গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইতেছে না। যদিও এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য এবং যে কতিপয় মুসলমান ব্রাহ্মধর্ম্মের যুক্তির মায়াজালে জড়িত হইয়াছেন, মুসলমান ধর্ম্মে থাকার সময়েও তাহাদিগকে প্রকৃত মুসলমান বলা যাইত কিনা তাহাতেও গভীর সন্দেহ আছে; তথাপি এ সকল ঘটনায় সমাজের যে শোচনীয় অবস্থা ব্যক্ত করে তাহা ভাবিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, প্রাণ ফাটিয়া যায়। তাই বলি—

ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! উঠ, আর কতদিন কাল নিদ্রায় শায়িত থাকিবে, ঐ শুন পৃথিবীর চতুর্দ্দিক উন্নতির কোলাহলে পরিপূর্ণ, অসভ্য জাতিগুলি সুসভ্য হইল, তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ মধ্যযুগে যে ইউরোপে সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, সে ইউরোপীয় জাতিগুলি এখন উন্নতির চরমসীমা অধিকার করিতে চলিল। আজ বঙ্গদেশে তোমরা কাল নিদ্রায় বিভোর থাকিবে? চক্ষে দেখ, তোমাদের জাতীয় জীবনের গৌরব রবি কোথায় কিরূপে ডুবিয়া যাইতেছে, একবার তাহার অনুসন্ধান লও। ইতিহাস ক্ষেত্রে শির নত করিয়া পূর্ব্ব পুরুষগণের যশরূপ চরণধূলি স্মৃতির হস্তে গ্রহণ কর। সমাজের দুঃখ দুরবস্থা দূর কর, সমাজের ধ্বংসকারী কার্য্যাক্ষম অলস মোসাহেব-বৃন্দ ও ভিক্ষুকগণকে তিরস্কার ও অনাদরের কশাঘাতে তাড়াইয়া-

www.pathagar.com

দাও, সমাজের অর্দ্ধেকাধিক কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর হও, বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তোমাদের পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা দূর করিতে সদাশয় ইংরেজগণের নিকটে প্রার্থনা কর, নিজেরাও আলস্যের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হও, স্থানে স্থানে মাদ্রাসা ও স্কুল স্থাপন ও সভাসমিতি গঠন করিয়া জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দাও ; যাহার বিদ্যা বল আছে, তিনি দশজনকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টিত হও এবং যাহার সম্পত্তি আছে, তিনি হুগলির মহাত্মা হাজী মোহসেন সাহেবের বদান্যতার অনুকরণ কর, সমাজের বহু বিবাহ ও বাল্য-বিবাহ যাহাতে আর প্রশ্রয় পাইতে না পারে তজ্জন্য সতর্ক হও ; চাকুরী বৃত্তির লালসায় মুগ্ধ না হইয়া স্বাধীন বাণিজ্য ব্যবসা অধিক পরিমাণে অবলম্বন কর ; দশে মিলিয়া লাভ-জনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও, জমিদার-গণকে তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য পালনের দিকে জাগরিত কর ; একটী ধর্ম্ম প্রচারের তহবিল স্থাপন করিয়া নানা স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া বিজাতীয় মতাক্রান্ত মুসলমানগণ যাহাতে তাহাদের নিজ ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে তাহার উপায় বিধান কর, এক কথায় মনে প্রাণে সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধানে অগ্রসর হও। নিরাশ হইও না, ঐ আকাশ পানে চাহিয়া হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা কর— ‘খোদাতালা। আমরা বঙ্গের নিপতিত মুসলমান, আমাদের ধন নাই, জ্ঞান নাই, ধর্ম্ম জীবনের পবিত্রতা নাই, আমরা নানা অভাবে পড়িয়া রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হইয়াছি, দয়াময়। তুমি আমাদিগকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই, আজ বঙ্গে এসলাম তরী দুঃখ সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে, দয়াময়। তুমি তাহা রক্ষা কর।”

——

IFB-84/85-P-2571-3250-1-6-1985

www.pathagar.com

www.pathagar.com